১. সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য

ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} يقول يأمرونهم أن يشهدوا أن لاَ إله إلا الله والإقرار بها ويقاتلونهم عليها ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف {وتنهون عن المنكر} والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر[1]

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. কুরআনের এই আয়াতের {তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৎকাজের উপদেশ দিবে} ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে নির্দেশ দিবে, তারা যেন একথার স্বাক্ষি দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং এ কথা স্বীকার করবে এবং এ বিশ্বাসের উপর অটল থেকে আল্লার জন্য লড়াই করবে। لا إله إلا الله হলো সর্বত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। وتنهون عن المنكر (অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে) এই আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন: এখানে মুনকার অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে উদ্দেশ্য হলো, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘন্যতম অসৎকাজ।

এই হাদিস থেকে যা শিখতে পেলাম

মুফাস্সিরে কুরআন হযরত ইমাম সুদ্দী (র.) এই

[1] তাবারানি-১৫৪৩,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكَرِ) আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.) এর বর্ণনা নকল করেছেন যে : যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তবে (أَنْتُمْ) বলতেন এতে আমরা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভক্ত হয়ে যেতাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা (كُنْتُمْ) বলেছেন, বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের সর্ম্পকে। এবং যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের অনুরুপ মেহনত করবেন, সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত হবেন। যাহাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে এবং তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।

২. উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে পাঠানোর উদ্দেশ্য

(১) عَنْ أَبِي العَالِيَةَ قَالَ: كُلُّ مَا ذَكَرَهُ الله فِي القُرْآنِ (مِنَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنْ المُنْكَرِ) فَالْأَمْرُ rالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ : دُعَاءٌ مِنْ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ : النَّهْيُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالشَّيَاطِيْنِ.

অর্থ. হযরত ইমাম আবুল আলিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা কোরআনে কারীমের যেই সমস্ত স্থানে আমরে বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকারের আলোচনা করেছেন তার মধ্যে আমর বিল মারুফ এর অর্থ : শেরক হতে মুক্ত করে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর নেহি আনিল মুনকারের অর্থ: শয়তান ও প্রতিমা ইত্যাদির উপাসনা হতে বাচাঁনোর মেহনত করা।

আমরা উক্ত হাদিস থেকে জানতে পারলাম। সবচেয়ে উত্তম কাজ কী? আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ কী? উল্লেখিত হাদিস থেকে আমরা দুটি বিষয় জানতে পেরেছি। এখানে আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুরু' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'মুরু' শব্দটি আদেশ সুচক, ফকীহগণের মতে কুরআন ও হাদিসে আদেশ সুচক শব্দ দ্বারা যেই হুকুম দেয়া হয়, সেটা দ্বারা ওয়াজিব অথবা ফরজ প্রমানিত হয়। আর দাওয়াতী কাজ বিশেষ করে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়াও ফরজ। তবে ফরজে আইন না ফরজে কেফায়া। এ বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইনশা আল্লাহ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

কাদেরকে দাওয়াত দিবে

উল্লেখিত আয়াতে 'আন-নাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হয় মানুষ। চাই মানুষটি হিন্দু হোক, বা খ্রিস্টান। যে কোনো ধর্মের হোক যে কোনো বর্ণের যে কোনো শ্রেণীর মানুষ হোক না কেন, সকল মানুষকেই দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি অমুসলিম নামের মানুষদেরকে কি দাওয়াত দিচ্ছি? তারা চিরস্থায়ী আগুনে জ্বলছে, অনন্ত কালের জন্য জাহন্নামে ঝাপ দিচ্ছে। আমরা কি তাদেরকে এই আগুন থেকে বাঁচাতে ফিকির করেছি? কখনো কি বলেছি ভাই! আপনি আমার ভাই, আপনি যদি মুসলমান না হন, তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলবেন। অমুসলিমদের সাথে আমরা চলাফেরা, উঠাবসা, ব্যবসা বাণিজ্য

সব কিছু করি, কিন্তু দাওয়া দেই না। কুরআনের এই আয়াতটি আমরা পড়ি, তেলাওয়াতের সময় মানুষ বলতে শুধু মুসলমানদের প্রতিচ্ছবিই আমাদের সামনে ভেসে উঠে।

কী কারণেএই শ্রেষ্ঠত্ব?

মানুষদের অর্থাৎ মুসলিম অমুসলিম সকলকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জিম্মাদারী আদায় করার কারনে আমরা শ্রেষ্ঠ হই। যেমন ইমাম সাহেব কাকে বলে। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ায়, ডাক্তার কাকে বলে যে ডাক্তারী করে। তেমনি ভাবে উত্তম জাতি সেই হবে যে উত্তম কাজ করে। আর সেই কাজটি হলো দাওয়াত । বিশেষ করে অমুসলিমকে দাওয়াত।

অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী?

অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। অনেকে বলেছেন, সাধ্যানুযায়ী ফরজে আইন। আমরা ফরজে কেফায়াই ধরে নিলাম। এবার আমাদের জানতে হবে ফরজে কেফায়া কাকে বলে?

ফরজে কেফায়া

ফরজে কেফায়া হলো এমন এক হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

সাধারণত ফরজে কেফায়ার কোনো উদাহরণ দিতে বললে আমরা জানাজার নামাযের কথা কলে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, যদি জানাযার নামাযকেই ধরা যায়, তাহলে (কাফন দাফন সহ) জানাজার নামায সম্পূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে চারজন লোকের

প্রয়োজন। জামাতের জন্য একজন ইমাম হলে, বাকি তিনজন মুক্তাদি। দাফনের জন্য, দু'জন কবরের উপর , আর কবরে নেমে দু'জন মুরদাকে মাটিতে রাখবে। মোট কথা, কাফন-দাফন সম্পন্ন হতে হলে মোট চারজন লোকের প্রয়োজন। তাহলে ফরজে কেফায়া আদায় হবে। যদি ফরযে কেফায়া আদায় না হয়, তাহলে ওই মহল্লোর সকলেই গুনাহগার হবে। আর এই কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব পড়বে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর। যদি তারাও আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। তদ্রূপ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যাদের মাধ্যমে অমুসলিম ভাইদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

জানাজার নামাযের সাথে মিলালে বুঝা যায়, প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি এমন থাকতে হবে, যারা সর্বদায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদিও চারজন দ্বারা দাওয়াতের ফরজে কেফায়া আদায় হবে না।

প্রিয় পাঠক! এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি বলুন তো দেখি! আপনার এলাকায় (আপনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন।) এমন চারজন ব্যক্তি আছে, যারা সর্বদা অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছে? যদি এলাকায় না থাকে, তাহলে আপনার পুরো জেলায় এমন চারজন মানুষ আছে কি? যারা সর্বদা সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে? যদি উত্তর হয় 'না'। তাহলে আমরা কি ফরজে কেফায়া আদায় করছি? যদি আদায় না করে থাকি তাহলে আমরা কি গুনাহগার

হচ্ছি না? অবশ্যই হচ্ছি। আর কতদিন এই ফরজে কেফায়া ছেড়ে দেয়ার গুনাহ মাথায় নিয়ে ঘুরবো? যদি কোনো ব্যক্তি এককভাবে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকলেই গুনাহগার হবে।

প্রিয় পাঠক! এখনো সময় আছে, আসুন, অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিজে গুনাহ থেকে বাঁচি, অন্যকে বাঁচাই। আর পরস্পরে একে অপরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করি।

৩. দাওয়াতের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.[2]

অর্থ: হযরত আয়শা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করো, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো, ঐসময়ের পূর্বে যখন তোমরা দুআ করবে আর তা কবুল করা হবে না। (২)

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পেলাম, দাওয়াতী কাজ না করার কারণে আমাদের দুআ আল্লাহ কবুল করবেন না। তাইতো হচ্ছে, আমরা কতো দুআ করছি, কিন্তু কবুল হচ্ছে না।

[2] ইবনেমাজা-৪০০৪,

আমরা আল্লাহর কছে চাই, তিনি আমাদের চাওয়ার বিনিময়ে কিছু দান করবেন না। তাই তো হচ্ছে আমাদের কত চাওয়াই অপুরণ রয়ে যাচ্ছে।

কারণ হলো আমরা দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। অতঃএব আমাদের দুআকে কবুল করানোর জন্য বেশি বেশি করে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। অমুসলিমদেকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। এবং মুসলমানদেরকে এসলাহ করতে হবে।

এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম। দাওয়াতের কতটুকু গুরুত্ব দাওয়াত না দিলে কি ক্ষতি , এর থেকে বড় আর কি ক্ষতি হতে পারে যে, বান্দা দুআ করবে, আর তা কবুল হবে না, আসুন আমরা এর গুরুত্ব অনুভব করি এবং দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরি। আল্লাহ তাআলা আমাদের দা'য়ী হিসেবে কবুল করুন আমিন।

৪. দাওয়াতী কাজ না করলে দুআ কবুল হবে না

عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرفت في وجهه ان قد حفزه شيء فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا فدنوت من الحجرات فسمعته يقول يا أيها الناس ان الله عز و جل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل ان

تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم[3]

অর্থ. হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রুমে প্রবেশ করলেন, আমি তাঁর চেহারা দেখে অনুভব করলাম কোনো বিষয় তাঁকে পেরেশান করেছে। অতপর তিনি অজু করে বের হলেন, (মসজিদের উদ্দ্যেশ্যে) কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। আমি হুজরার নিকটবর্তী হলোাম, অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো, আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, ঐ সময়ের পূর্বে তোমরা যখন আমার কাছে দুআ করবে, আর আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো না। আমার কাছে তোমরা চাইবে, আমি তোমাদেরকে দান করবো না এবং তেমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাদের সাহায্য করবো না।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এটা হলো হাদিসে কুদসি। এই হাদিস থেকে আমরা চারটি জিনিস শিখতে পেলাম। ১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এই খবরটি দেওয়ার জন্য পেরেশান ছিলেন। তেমন ভাবে আমাদের ও উচিৎ এধরনের খবর পেয়ে সাথে সাথে অন্যের কাছে পৌছান। যাতে অন্যের অন্তরে আমার কথার আসর হয়। ২. ভাষন বা বয়ানের পূর্বে ওযু করে নেওয়া সুন্নাত, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম করলেন, তিনি বয়ানের আগে অযু করলেন, আমাদেরও উচিৎ বয়ানের আগে অযু করে

[3] মুসনাদে আহমদ- ২৫২৫৫, ইবনে হিব্বান-২৯০।

নিব। আল্লাহ আমাদেরকে এই সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। ৩. এই হাদিস থেকে আমরা আরো একটি জিনিস শিখতে পাই, তা হলো ওযু ও বয়ানের মাঝে কারো সাথে কথা না বলাই ভালো, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তিনি ওযু করে কারো সাথে কোনো কথা না বলেই মানুষের সামনে ভাষন দিয়েছেন। ৪. নির্দেশ দিলেন, সৎ কাজের আদেশ করতে আর অসৎ কাজের নিষেধ করতে। অর্থাৎ দাওয়াত দিতে।

এই দাওয়াতী কাজ না করলে তিনটি সতর্কবাণী করলেন। **১.** আমরা দুআ করলে তা কবুল হবেনা। তাইতো দেখছি, বাস্তব অবস্থা হলো তাই। ২. আমরা আল্লাহর কাছে ঋণি দুনিয়াবী অনেক কিছু চাবো, আর তিনি তা দিবেন না, তাইতো হচ্ছে কতো কিছু চাচ্ছি আল্লাহর কাছে কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। ৩. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো, তিনি সাহায্য করবেন না, তিনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে কে আছে যে, আমাদেরকে সাহায্য করবে। আসুন আমরা দাওয়াতী কাজ করি, এবং অন্যকে দাওয়াতী কাজ করতে উদ্ধুদ্ধ করি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া সতর্কবাণী থেকে বাঁচি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

৭। দাওয়াতীকাজ পরিত্যগ করলে আজাব আসবে।

عن حذيفة بن اليمان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو

ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم[4].

অর্থ.হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঐসত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় অচিরেই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। এমতবাস্থায় যে তোমরা দোআ করবে কিন্তু দেআ কবুল করা হবে না।

এই হাদিস থেকে যা শিখতে পেলাম

উক্ত হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় জানতে পারলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কসম খেয়ে এই কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ তার অন্তরে ছিল উম্মতের দরদ। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী আগুন থেকে কেন বাঁচছে না, এই জ্বালা। সাধারণত কোনো বিষয়কে গুরুত্ব ও সত্য প্রমান করার জন্য কসম খাওয়া হয়, এখানেও আল্লাহ বলেছেন এটাই যে সত্য এর পর কসম ।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এই কাজ না করলে আমাদের কী পরিনতি হতে পারে, তার আগাম বার্তাও তিনি আমাদের দিয়েছেন। যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ না করলে (দাওয়াতী কাজ না করলে) আচিরেই আমাদের উপর আসবে আল্লাহর পক্ষ

[4] তিরমিজী-২১৬৯, মুসনাদে আহমদ-২৩৩৪৯।

থেকে শাস্তি। তাই তো হচ্ছে, আমরা এই কজ ছেড়ে দিয়েছি। ফলে আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও আযাব।

এ বিষয়ে পাঠকদের খেদমতে কিছু আলোচনা পেশ করতে যাচ্ছি।

আল্লাহর শাস্তি

মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও ফরিযা হলো 'দাওয়াত'। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম শোনাবে। উত্তমজাতি মুসলমানরা যদি এই গুরুদায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে তার অবস্থা কি হতে পারে? এ বিষয়ে কিছু আলোচানা পেশ করছি।

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমার দুটি অবস্থার কথা আলোচানা করেছেন। (১) সম্মানের অবস্থা।(২) লাঞ্চনার অবস্থা। প্রথম অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعزمنهاالاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون.

অর্থাৎ ইজ্জত সম্মান তো শুধু আল্লাহর ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানেনা। [৫]

দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে বলেন।

ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبائوبغضب من الله . (৬:৬১)

[5] সূরা মুনাফিকুন-৮

যদিও এই আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু যাদের আমল ঐ ইয়াহুদীদের মতো, তারাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

এখন এই আয়াত গুলোর আলোকে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিৎ বর্তমান মুসলমানদের কি অবস্থা? অবশ্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একথা বলতে বাধ্য হবে না যে, মুসলমানরা লাঞ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করছে। এই লাঞ্চনা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেয়ামত নয়, বরং শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে শাস্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন।

قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم اويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الأيات لعلهم يفقهون.

অর্থ.আপনি বলুন তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোনো শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন। অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ আমি কেমনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝে নেয়।[6]

এই আয়াতের মধ্যে তিনটি শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। (১) আসমানি শাস্তি।(২) জমিনী শাস্তি। (৩) পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ। কিন্তু প্রথম দুটি শাস্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[6] -আন-আম-৬৫

সাল্লামের দু'আর বরকতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

৮. উম্মতের জন্য নবীজীর দুআ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدا سألت ربى ان لايهلك امتي بالسنة فأعطانيها وسألت ان لايهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاوسألت ان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.[7]

অর্থ. আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছি। দুটি কবুল হয়েছে এবং একটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আটি কবুল হয়ছে। এর পর দ'আ করলাম আমার উম্মতকে যেন ঝরে তুফানে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আটি কবুল করলেন এবং এর দু'আ করলাম আল্লাহ যেন আমার উম্মতকে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না করেন। আমার এই দু'আটি ফিরিয়ে দেয়া হলো।

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, শেষ প্রকারের শাস্তি এই উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে।

অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ফেৎনা ফাসাদ এবং মতানৈক্য আদাওয়াত বা দুশমনি ইত্যাদি ।

একদা রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন।

[7] মুসনাদে আহম-১৫১৬

والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهم [8]

অর্থ. ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে। যদি এমন না কর তাহলে আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের উপর জালিম শাসক চাপিয়ে দিবেন। তখন তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দু'আ করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।

আমরা একটু চিন্তা করে দেখি যে, আজ আমাদের উপর কোন ধরনের ব্যক্তির শাসন চলছে। আল্লাহ তা'আলা কি খারাপ লোকদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেন নি? এটা আল্লাহ তা'আলার অটল ও অনড় বিধান যে, যদি আমরা আমাদের দ্বায়িত্বের অবহেলোা করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান আমাদের উপর অবশ্যই প্রয়োগ করবেন।

আজ আমরা দাওয়াতের অনিবার্য্য দায়িত্বটি ছেড়ে দিয়েছি। আর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ জাতিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। ইন্ডিয়াতে ৬ডিসিম্বর ১৯৯২ সনে বাবরী মসজিদ শাহাদাতের ঘটনা এবং ২০০২সালে গুজরাটে সামপ্রদায়িক ফাসাদের কথা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে। ঐ সময় বিশ্বের সকল মুসলমানদের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে ছিল।

[8] মুসনাদে আহমদ ২৩৩২৭

ঐ সময় এমন কোন্ ব্যক্তি ছিল যিনি দু'আ করতে গিয়ে চোখের অশ্রু ঝরায়নি। দুনিয়ার এমন কোন্ স্থান ছিল যেখানে দু'আ না করা হয়েছে। হেরেমে মক্কা এবং হেরেমে মদিনায় দু'আ করা হয়ে ছিল। পবিত্র রমযান মাসে স্থানে স্থানে দু'আ করা হয়েছে, কুনুতে নাযেলা পড়া হয়েছে। কিন্তু কোনো দু'আ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে মুতাওয়াজ্জুহ করতে পারে নি। সম্ভবত ঃ এর কারণ এটাই ছিল যে, আমাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা তার নিজের অটল বিধান ও নিয়মের বাস্তবতা দেখিয়েছেন।

পূর্বেই আমরা এই হাদিসটি পরেছি যে,

مروبالمعروف وانهو عن المنكر قبل أن تدعواثم لايستجاب لكم[9]

অর্থ. তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। ঐ সময়ের পূর্বে যখন তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআনে হাকীমে এ জন্যই বনি ইসরাঈলের উপর লানত করা হয়েছে। কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [10].

[9] তাবরানী-৬৬৬১, মুসনাদে আহমদ-২৫২৫৫

[10] -বাকারা-১৫৯

অর্থ. নিশ্চই ঐসমস্ত ব্যক্তি আমার অবতীর্ণ করা হেদায়াত এবং আহকামকে যে গোপন করে যা আমি মানুষের হেদায়াতের জন্য কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত এবং সমস্ত অভিশাপ দান কারীর লানত।

সূরা মায়েদার মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.

অর্থ. বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত।[11]

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

অর্থ. তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।[12]

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে বনী ইসরাঈলের উপর এই জন্য লানত দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আহকামকে গোপন করেছে এবং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ছেড়ে দিয়ে ছিল। আজ আমাদের অবস্থাও তাই। কুরআনকে শুধু ঘরের অলংকার- যিনত বানানো হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে গোপন করে রেখেছি। এমন কতো অমুসলিম আছে যাদের সাথে প্রতিদিন এক সাথে উঠা-

[11]- আলে-মায়েদা-৭৮

[12] -আল-মায়েদা-৭৯

বসা, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য মোট কথা সব কিছুই হয়। কিন্তু হয় না শুধু দাওয়াতের ব্যবসা-বণিজ্য।

এখনোও যদি আমরা আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। যা ইউনুস আ. এর কাওম গ্রহণ করেছিল। তারা তো ঐ জাতিই যারা নিজ নবীকে মানতে অস্বিকার করে ছিল। তবে আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তওবা করল এবং তাদের নবীর উপর ঈমান আনল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শাস্তিকে ফিরিয়ে নিলেন। বললেন..

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

সুতরাং কোন জনপদ কেনো এমন হলো না যারা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর। অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের ওপর থেকে অপমানজনক আযাব-পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। [13]

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করে ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। (১) শিকার কারী (জালিমিন) (২) মুত্তাকী

[13] -ইউনুস-৯৮

অর্থাৎ যারা বিরত ছিল। (৩) বাধা প্রদান কারী। আল্লাহ তা'আলা শিকার কারী (জালিমিন) এবং মুত্তাকী অর্থাত যারা বিরত ছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বরং তাদের আকৃতিকে বিকৃতি করে দিয়েছেন এবং বাধা প্রদান কারীদের পরিত্রান দিয়েছেন। এই ঘটনাটি (সূরা আরাফের ১৬৩-১৬৬) আয়াতে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

একই অর্থে একটি হাদিস আছে যা বুখারী তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলো এই, তিন তলা বিশিষ্ট এক জাহাজে মানুষ আরোহন করেছে। পানির ব্যবস্থা ছিল তৃতীয় তলায়। নিচের লোকেরা পানি আনার জন্য উপরে যেত, এতে সেখানকার লোকদের কষ্ট হতো এ কথা চিন্তা করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা যদি আমাদের তলার নিচ থেকে একটি ছিদ্র করে দেই তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এবং উপর ওয়ালাদেরও কষ্ট হবে না। এবার যদি উপরের লোকেরা এ কথা বলে বসে থাকে যে, তারা তাদের তলা ছিদ্র করবে তাতে আমাদের কি যায় আসে? তাহলে সকলেই ডুবে যাবে। এই মুসিবত থেকে বাঁচতে হলে নিচের তলার লোকদেরকে বাধা প্রদান করতে হবে।

আজ আমাদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। আমরা শিরক করতে দেখেও মুখ খুলে কিছু বলি না। এমত অবস্থায় আমাদের উপরও কি আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে না? এই জাতিকে খুবই সুক্ষ ভাবে চিন্তা করা উচিৎ।

মোট কথা কুরআনে হাকীম এই শাস্তি থেকে বাঁচার একটিই উপায় বর্ণনা করেছে।

الاالذين تابو اصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم .

অর্থাৎ লানত ও শাস্তি হতে ঐ সমস্ত লোকেরাই বাঁচবে যারা তিনটি কাজ আঞ্জাম দিবে। **(১) তৌবা করবে (২) এসলাহ করবে। (৩) যে সমস্ত আহকাম গুপন করেছে তা মানুষের মাঝে বর্ণনা করবে।**

প্রথমে তওবা ঐ অপরাদের কারণে বলা হয়েছে, যা উপরে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্যকে গুপন করা। উদ্দেশ্য হলো যে, সামনে থেকে আমাদের ইলমকে গোপন করবো না এবং অন্যকে হক কথা বলবো। দ্বিতিয় নাম্বারে নিজের এবং অন্যের এসলাহ করবো এবং আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করেন। আমিন!

৯. সৎকাজের আদেশ খুবই জরুরী

عَنْ أبي الرقاد قال : خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات لتأمرن بالمعروف

ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم[14].

অর্থ. হযরত আবু রিকাদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ছোট অবস্থায় আমার মনিবের সাথে বের হলোাম, আমাকে হুযায়ফা (রাযি:) এর কাছে সুপর্দ করে দেয়া হলো। আর তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (সা:) এর প্রতিশ্রুতির উপর কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলত, ফলে মুনাফিক হয়ো যেত। আর আমি তোমাদের একেক জন থেকে এসব কথা একই মজলিসে চার বার করে শুনি "তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং তোমরা একে অপরকে কল্যাণের ্উপর উৎসাহিত করবে অন্যথাই অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদেরকে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব দান করবেন। তখন তোমাদের উত্তম লোকেরা দু'আ করবে কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এই হাদিস থেকে আমরা ৬টি জিনিস শখতে পাই।

১. মানুষকে সৎকাজের আদেশ করতে হবে, ২. অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দিতে হবে। ৩. মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে, কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে এমন এক রোগ ম্যালেরিয়ার মতো ছড়িয়ে পরেছে, তাহলো কেউ

[14] মুসানাদে আহমদ-২৩৩১২

যদি ভালো কোনো কাজ করে তাহলে তা আমরা দেখতে পারি না, উদ্ভুদ্ধ করব তো দূরের কথা, এমন কথা বলি যা শুনে সে লোকটি নিরুৎসাহিত হয়। আমি যা করি সেটাই ভালো মনে হয়, অন্য কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সেটাকে ভালোই মনে হয় না, এর মূল কারণ হলো, এখলাস না থাকা।

একবার সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) আমেরিকার সফরে গেলেন। স্থাণীয় লোকেরা তাকে বললেন, হুজুর! আমাদের এখানে অনেকেই ভালো কাজ করে, দ্বিনের খেদমত করে, কিন্তু একজন অপরজনকে দেখতে পারে না। তখন হযরত বললেন, দেখুন! একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের সাথে মিলালে গম বা আটার প্রয়োজন হয়, ঠিক একজন মানুষের অন্তর অপর একটি অন্তরের সাথে মিলে এক প্রকারের গম বা আটার প্রয়োজন, আর সেটা হলো এখলাস। আসুন আমরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করি এবং মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করি। যে ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. এই দাওয়াতী কাজ ও মানুষকে যদি ভালো কাজের প্রতি উদ্ধুদ্ধ না করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তিনটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

১, আল্লাহ তাআলা আজাব শাস্তি দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

২. অথবা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকগুলোকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। তারা নেতৃত্ব ও কতৃত্ব চালাবে, চালাবে রাজত্ব। বর্তমান তাই হচ্ছে। আমরা যদি দেখি আমাদের উপর রাজত্ব চালাচ্ছে কারা, তারা কি ভালো লোক না খারাপ লোক? এর বিচারের ভার পাঠক আপনাদের উপরই রাখলাম।

৩. আমরা দুই করবো আর তা কবুল করা হবে না। এখন তাইতো হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াতী কাজ করার তৌফিক দান করুন আমিন। এবং আল্লাহর এই সতর্কবাণী থেকে হেফাজত করুন আমিন।

উক্ত হাদিস থেকে আমরা আরো তিনটি জিনিস শিখতে পাই।

মানুষকে সৎ কাজের জন্য আদেশ না করলে আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। একজন দুইজনকে ধ্বংস করবেন, এমনটি নয়, বরং সকলকে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ না করলে, আমাদের উপর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করবে আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট। তাই তো হচেছ! আজ আমাদের উপর যারা কতৃত্ব করছে। তারা কি আমাদের সমাজের ভালো মানুষ? সমাজে যত নিকৃষ্ট কাজ আছে সব গুলোর মধ্যে তারা জরিত। সুদ, ঘুষ চাদাবাজী, টেন্ডারবাজী, মদ, জোওয়া, ইত্যাদি এমন কোনটি বাকি আছে যেগুলোর সাথে তারা জরিত নয়। যারা আমাদের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা কর্তৃত্ব করছে? বর্তমাণ আমাদের অবস্থা

হলো, আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী খুন খারাবি করতে পারে, সে সবচেয়ে বড় নেতা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করুন। তাদের নিকৃষ্ট নেতৃত্ব থেকে হেফাজত করুন।

তৃতীয় বিষয় হলো আমাদের মধ্যে যারা ভলো তারা দুআ করে, কিন্তু তাদের দুআ কবুলা হবে না। তাই তো হচ্ছে। যখন আফগানিস্তানে খ্রিস্টান আমরিকার হামলা হলো, বাবরী মাসজিদ শহিদ হলো। এমন কোন মসজিদ ছিল না যেখান থেকে দুআ করা হয়নি। এমনকি হারামে কা'বা, হারমে মদিনা সেখানেও দুআ হয়েছে। বহু মানুষ তাহাজ্জুদের নামাযে দুআয় বুকভাসিয়েছে, এর পরও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাই আমাদের দুআ কবুল হয়নি।

১০. দাওয়াত গ্রহনকারীর জন্য পর্যায়ক্রমে তালিমের ব্যবস্থা করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا - قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ».

অর্থ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হযরত মুআজ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দিয়ে (ইয়ামানের উদ্দেশ্যে) পাঠালেন, তখন বললেন: (হে মুআজ!) তুমি আহলে কিতাবীদের একটি গোত্রের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং (প্রথমে) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দাও তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে শিক্ষা দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবগত করো যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের বিত্তশীলদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এর প্রতি নতি স্বীকার করে, তাহলে অবশ্যই তুমি (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে) উত্তম ও পছন্দনীয় সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিতরণ করো এবং নিপীড়িতদের আহাজারি থেকে বেঁচে থাকো কারণ তাঁর আর্তনাদ ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। [15]

এই হাদিস থেকে যা শিখতে পেলাম

কাউকে দাওয়াতের জন্য কোথাও পাঠলে, যেই স্থানে পাঠান হচ্ছে, বা যাদের কাছে পাঠন হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক। যেমনটি করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি

[15] মুসনাদে মুসতাখরাজ- ১১০মুসান্নাফইবনেআবিশাইবাহ, ৯৯২৪

ওয়া সাল্লাম । তিনিি হযরত মুআজ (রা:) কে ইয়ামানে পাঠালেন, সেখানে কারা বাস করে সেই সম্পর্কে ধারণাও দিয়ে দিলেন।

যেখানে পাঠাবো সেখানে গিয়ে কী কাজ? দায়িত্ব কি? কর্তব্য কি? সব কিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ (রা:) কে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার তালীম দিয়েছেন। এমনকি তারতিবও বলে দিয়েছেন। মোট কথা, যে কোনো কাজে কাউকে পাঠালে পাঠানোর উদ্দেশ্য ও দয়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া।

এখানে আমরা আরো একটি বিষয় শিখতে পাই, তা হলো, নওমুসলিমদেরকে আল্লাহর হুকুমগুলো ভালো ভাবে বুঝিয়ে তারপর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক আমল করতে পরামর্শ দেওয়া। আমাদের দেশে দেখা যায়া, কেউ মুসলমান হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আল্লাহর ওলি বানিয়ে দিতে চায়। সে যেনো পাক্কা মুসলমান হয়ে যায়, অনেক সময় এর জন্য পিড়াপিড়িও করা হয়, ফলে হিতে বিপরিত হয়ে যায়। এমন অনেক ঘটনা আমার জানা আছে, নিজে দাড়ি রাখিনা, কিন্তু সে নওমুসলিম, সে কেন দাড়িওয়ালা নয়? কেন পাঞ্জাবী পড়ল না? এমন প্রশ্নও করা হয়। এর জন্য আমাদেরকে হাদিস থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যেমনটি শিখতে পেলাম এই হাদিস থেকে। আল্লাহ আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

১১. ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি পাবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

অর্থ. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম আগমন করে বললেন: চলো ইহুদি জাতির নিকট। হযরত আবু হুরায়ারা বললেন: আমরা বের হলোাম এমনকি তাদের পাঠশালায় এসে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, শান্তি ও নিরাপদে থাকবে। আর জেনে রাখো এই জমীনের মালিক হলেন আল্লাহ ও তার রাসূল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাদেরকে এই এলাকার থেকে নির্বাসিত করবো। সুতরাং তোমাদের কারো বিক্রিযোগ্য কোনো সম্পদ থাকলে তা যেন সে বিক্রি করে দেয়, আর সর্বাবস্থায় এটা জেনে রেখো জমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। [16]

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এই হাদিসের অন্যতম বিষয় হলো, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে প্রথমে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদেরকে ইসলামের শান্তির বাণী

[16] বুখারি, ৩১৬৭।

বুঝিয়েছেন এবং স্পষ্ট ভাবে দাওয়াত দিয়েছেন। এও বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ না করলে, মুসমানদের কাছে জিজিয়া কর দিয়ে থাক। কারণ এই জমির মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম থাকবে এটাই স্বাভাবিক, ইয়াহুদীরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাই তাদের পরিনতি কী হবে? এবিষয়টি স্মরণ করে দেয়ার উদ্দেশ্য এটা তো হলো দুনিয়ার ক্ষতি। পরকালের ক্ষতিতো রয়েইগেছে। অতএব আমরা যখন কোনো অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দিব তখন তাকে ইসলাম গ্রহণ না করার ভয়াবহ পরিনতি জাহান্নামের কথাও স্মরণ করিয়ে দিব।

এই হাদিসের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। ইয়াহুদিদের সাথে একটি চুক্তি হয়েছিল, তারা চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তাদেরকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, এ বিষয়ে সীরাতের কিতাবে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

এই হাদিস থেকে আমরা আরো একটি বিষয় শিখতে পারি, সঙ্গি-সাথীদেরকে নিয়ে দাওয়াত দিতে যাওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন।

আরো একটি বিষয় শিখতে পারলাম তা তাহলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। অতঃএব আমাদের উচিৎ আমরা যেন তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে দাওয়াত দেই।

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার তৌফিক দান করুন। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলাম গ্রহনের লাভ ও ক্ষতি গুলোও বলে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

১২. হুজ্জত কায়েম হওয়া পর্যন্ত দাওয়াত দিতে থাকা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَاهُمْ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ». فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ». فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ذَلِكَ أُرِيدُ ». فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ [17].

অর্থ. হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইয়াহুদিদের কাছে চলো! তখন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়ালেন এবং ইহুদীদেরকে ডেকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। তারা বললো হে আবুল কাসিম! বাস্ আপনি আপনার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন এটাই (তোমাদের স্বীকারোক্তি) আমি চাই,

[17] বুখারী-৩১৬৭, মুসনাদে আহমদ- ৩১৬৭

ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদে থাকবে। তারা বললো, হে আবুল কাসিম! আপনি তো আপনার দায়িত্ব আদায় করেছেন। পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, এটাই আমি চাই। অতঃপর তৃতীয়বার তাদেরকে বললেন: জেনে রাখো জমীন শুধু আল্লাহর এবং তার রাসূলের, এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে নির্বাসিত করবো। সুতরাং তোমাদের কারো বিক্রি যোগ্য কোনো সম্পদ থাকলে তা যেন বিক্রি করে দেয়, আর সর্ববস্থায় এটা জেনে রেখো জমীন আল্লাহ ও তার রাসুলের।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম,

দাওয়াতের জন্য হুজ্জত কয়েম করতে হবে। হুজ্জত বলা হয়, দাওয়াত এমনভাবে পৌঁছানো মাদউ যেন বুঝতে পারে ইসলামই সত্য, তার ব্যাক্তিগত কোনো কারনে হয়তোবা সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছে না, তা ভিন্ন ব্যাপার। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। হুজ্জত কয়েম করেছেন। ইয়াহুদীরা বুঝতে পেরেছে তারা স্বীকারও করেছে। তারা বলেছে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছেন।

আমরা দুই একবার দাওয়াত দেওয়ার পর মনে করি পরিপূর্ণ দাওয়াত হয়ে গিয়েছে। হতাশ হয়ে যাই, হায়! লোকটি মনে হয় মুসলমান হবে না। একটি কথা দা'য়ীদেরকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে মুসলমান বানানোর দয়িত্ব দেয়া হয়নি। বরং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার জিম্মাদারী দেয়া হয়েছে। হেদায়াতের মালিক তো আমরা না। হেদায়াতের মালিক

হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা বলেন إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.' আপনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না। আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত দিবেন। আসুন আমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেই। হুজ্জত কয়েম করি।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- « ذَلِكَ أُرِيدُ » এটাই আমি চাই। এ থেকে আমরা শিখতে পেলাম যে হুজ্জত কায়েম হয়ে গেলে তাদের স্বিকারোক্তি যেন মিলে। এক বার বললেই যথেষ্ঠ ছিল।

১৩.ঈমান ও আমলের দাওয়াত

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ.[18]

অর্থ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আব্দে কায়স" এর প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাবীয়া

[18] বুখারী-১৩৯৮

গোত্রের কুফফারে মুযার, তারা আমাদের ও আপনার সাক্ষাতের মাঝে প্রতিবন্ধক। ফলে আমরা শুধু হারাম মাসেই আপনার একান্ত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে সারগর্ভ এমন কিছু বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমরা আপনার থেকে গ্রহণ করবো এবং আমাদের অনুপস্থিত লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি চারটি বিষয়ের আদেশ করছি এবং চারটি জিনিসের থেকে নিষেধ করছি। (১) আমি আদেশ করছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আবু হুরায়রা রা. বললেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে হাত বাধলেন। (২) এবং আদেশ করছি নামাজ কায়েম কর। (৩) এবং যাকাত আদায় কর। (৪) এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় কর। আর তোমাদেরকে নিষেধ করছি, (১) কদুর তৈরী পাত্র, (২) মাটির তৈরী পাত্র, যা সবুজ রঙ দ্বারা পালিশকৃত, (৩) খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরীকৃত পাত্র, (৪) আলকাতরা দ্বারা পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার থেকে, (কারণ এগুলো মদ তৈরীর পাত্র)।

এই হাদিস থেকে যা শিখতে পেলাম

ওয়াফদে আব্দিল কায়েস এরা অমুসলিম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, এরপর আমল করার নির্দেশ দিলেন, এরপর তাদের এলাকায় যে নিষিদ্ধ জিনিস অধিক হারে প্রচলিত ছিল। সে গুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন।

এই হাদিস থেকে আমরা সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি শিক্ষতে পাই, তাহলো, ইসলামের দাওয়াতের গুরুত্ব হলো প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে, পরে আমলের দাওয়াত দিতে হবে। চার জিনিস থেকে নিষেধ করলেন কেন?

এগুলো দ্বারা মদ বানানো হতো, প্রথমেই মদের উৎস গুলো থেকেই বিরত থাকর নিদের্শ দিয়েছেন। এই জন্য রোগ দূর করার আগে রোগের উৎস বের করে উৎসাই নষ্ট করে দেয়া দরকার, তাহলো রোগ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।

এই হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় শিখতে পাই। তাহলো দাওয়াত ফিকির হলো ওয়াফদে আব্দুল কায়েস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন আমরাদেকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা অনুপস্থিতদেরকে বলতে পারবো। অজ্ঞাত যারা আসতে পারেনি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব। তারা স্বজাতির ফিকির করেছে। আমাদের উচিৎ আমরা কোনো জিনিস জানলে তা স্বজাতিকে জানিয়ে দিব। হক গোপন করবো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন।

১৪. অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার লাভ

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ

لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.[19]

অর্থ: সাহলো বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে এক দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামী কাল এমন একজন ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা দেবো, যার হাতে বিজয় দান করা হবে। যিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসেন। আবার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। সব মানুষ অস্থির হয়ে রাত পার করলেন। প্রত্যেকের আশা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি যেন তিনিই হন।
পরদিন সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হযরত আলী কোথায়? তখন জানানো হলো, তিনি চোখের পীড়ায় ভুগছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে থুথু মেখে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করে দিলেন। সাথে সাথেই তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর কোনো ব্যাথাই ছিলো না, অতঃপর তাকে ঝান্ডা দিলেন। তখন হযর আলী রা. বললেন, আমি তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো। যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলমান) হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ধীরে ধীরে (তাদের এলাকায়) ঢুকে যাও। তাদের আঙ্গিনা পর্যন্ত চলে যাও। তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। সাথে সাথে তাদের করণীয় বিষয়গুলো জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম আল্লাহ

[19] **বুখারী- ৩০০৯। মুসলিম ২৪০৬। মুসনাদে আহমদ ২২৮২১**

তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত পেলে সেটি তোমার জন্য লাল উট লাভ করা থেকে উত্তম।
দেখুন ঘটনাটি হলো একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের। আবার সাধারণ কোনো যুদ্ধ নয়, যেই যুদ্ধে সয়ং নবীজী নিজেই উপস্থিত। যুদ্ধটি আবার কোনো মনস্তাত্বিক যুদ্ধ নয়। যুদ্ধটি হলো সসস্ত্র যুদ্ধ। সরাসরি কাফেরদের সাথে। যখন সক্রর সামনে হাজির হবে। স্বাভাবিক সময়টি হলো রক্ত গরমের, সামনে পেলেই হত্যা করার হুকুম, তারাও একা পেলে ছেড়ে দিবে না। এমন মুহুর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি কেউ মুসলামান হয়ে যায়। তাহলে লাভ হলো। লাল উট দানের ছাওয়াব। ঐ সময়ে আরবে সবচে দামী বস্তু ছিল লাল উট। যানবাহনের জন্য খুবই ভালো। বর্তমান যেমন টয়েটা, পাজারো ইত্যাদি। আসুন আমরা এই অমুসলীমদেরকে দাওয়াত দিয়ে এই বিশাল ছাওয়াবের ভাগিদার হয়।

এই হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় খুব ভালো ভাবে জানতে পারলাম তাহলো, কারো হাতে একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে লাল উঠ লাভ করা থেকে উত্তম। অর্থাৎ সবচাইতে দামী বস্তুটি অর্জন করা থেকে।
আমরা কি এই বিশাল পুরস্কারটির প্রতি লক্ষ্য করেছি? কত লাভের কথায় শুনি ও আমলকরি। কিন্তু এই মহান লাভের জন্য কি কখনো ফিকির করেছি? কখনও কি আমল করেছি? এছাড়াও আরো একটি লাভ রয়েছে। কারো হাতে যদি একজন অমুসলিম

মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে যতদিন আমল করবে তার সওয়াব দা'য়ী পেতে থাকবে। শুধু তার ছাওয়াবই নয় বরং তার বংশধর কেয়ামত পর্যন্ত যত আমল করবে, তার সাওয়াবও ঐ দা'য়ী পেতে থাকবে। কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- الدال على الخير كفاعله -ভালো কাজের আহ্বানকারী আমলকারীর মতোই সাওয়াব পাবে। সুবহানাল্লাহ এতো সূবর্ণ সুযোগ পাওয়ার পরও কি আমরা ইহা আদায় করা ছেড়ে দিব, আরো একটি লাভ হলো এতে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যান এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

প্রিয় পাঠক আসুন আমরা এখন থেকেই নিয়ত করি যে, অমুসলিম ভাই বোনদেরকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ করে দিই এবং এই মহান পুরস্কারগুলো গ্রহন করি দুনিয়া ও আখিরাত উজ্জ্বল করি। বসে থাকার আর সময় নেই আসুন এক্ষুনি ঝাপিয়ে পরি, অমুসলিমদের দাওয়াত দিতে, আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন।

১৫. দায়ী দাওয়াত গ্রহণকারীর আমলের সমপরিমান সওয়াব লাভ করবে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ».[20]

অর্থ. হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে

[20] তিরমিজী- ২৬৭৪, আবুদাউদ-৪৬০১

হেদায়াত তথা (ইসলাম) এর দিকে দাওয়াত দেয়, সে ঐ সমস্ত লোকদের সমপরিমান সওয়াব পাবে, যারা তার দাওয়াতের উপর আমল করেছে। তবে অনুসরণ কারীদের সওয়াবে কোনো ঘাটতি বা কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি খারাপ কজের দিকে দাওয়াত দিবে, তাহলে তার আনুসারীদের সমপরিমান গোহ তার উপর বর্তঅবে। এতে অনুসারণ কারীদের গোনাহ কমবে না।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

কেউ যদি কোনো মানুষকে ভালো কাজের দাওয়াত দেয়, সে মানুষ যদি তার দাওয়াত গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী আমল করে, যিনি দাওয়াত দিলেন তিনি আমল কারীর সমপরিমান সাওয়াব পাবেন। যেমন কেউ নামাজের দাওয়াত দিল, তার কথায় নামাজ পড়লো, এই ব্যক্তি নামাজ পড়ে যেই পরিমান সাওয়াব পাবে, দায়ী সেই পরিমানই সাওয়াব পাবে। তার সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না। সবচেয়ে বেশী সাওয়াব হবে একজন মানুষকে মুসলমান বানাতে পারলে। কারণ একজন অমুসলিমকে দাওয়াত দিয়ে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচালেন, সে যতদিন আমল করবে এর সমপরিমান সাওয়াব আপনিও পাবেন। তার ছেলে মেয়েরা এভবে কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশধররা যত আমল করবে, এর সাওয়াব আপনি পেতে থাকবেন। আসুন আমরা সকলে মিলে অমুসলিমদরকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি কোনো পাপের দিকে দাওয়াত দেয়, তাহলে ঐ গুনাকারীর সমপরিমান গুনাহ তার আমলনামায় লেখা হবে । যেমন, কেউ শিরক করার জন্য কাউকে দাওয়াত

দিল, এই দাওয়াত কবুল করে যেই পাপ অর্জন করবে, আহ্বানকারীর আমল নামায় এই পরিমান পাপ লিখা হবে।

এই হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় শিখতে পাই তাহলো, আমল কারীর আমলের সওয়াব কমানো হবে না। আল্লাহ দিতে চান আমরা নিতে পারিনা। আল্লাহ আমাদের নেওয়ার তৌফিক দান করুন।

১৬. একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.[21]

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন একটি বাক্য হলেও আমার পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দাও। আর বনিইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

আমাদের দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বাণী যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে আমরা যেন তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেই। আমরা অনেক কিছু জানি,

[21] বুখারী- ৩৪৬১,তিরমিজী-২৬৬৯,

কিন্তু মানুষের কাছে তা পৌঁছাই না। সেগুলো থেকে একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলো আমরা সকল মুসলমানরাই জানি, অমুসলিমরা চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে যাবে। চিরকাল তারা দুজখের আগুনে জ্বলবে। কিন্তু আমরা কি কোনো দিন বলেছি? তাদেরকে কি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছি? কখনো কি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি? ইসলামের শান্তির পয়গাম কি তাকে জানিয়েছি? না পৌঁছিয়ে থাকলে, আর দেরী নয়, চলুন আজই ঝাপিয়ে পরি। অমুসলিমদের কাছে এই শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দিই। চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাচাই। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন।

হাদিস থেকে যা শিখলাম

হাদিসের দ্বিতিয় অংশ থেকে আমরা জানতে পারি ইসরাইলী রেওয়ায়েত করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। আমরা অনেকে বাইবেলের বিভিন্ন লেখাকে বা কাহিনিকে ইসরায়েলী রেওয়ায়েত বলে চালিয়ে দেই, এটা আমার বোধগম্য হয় না। কারণ বাইবেলের লেখাগুলো অনেক পরের লেখা। কয়দিন পরপর এটা পরিবর্তন হয়। এর বহু প্রমান আমার কাছে রয়েছে। একশত বছর পূর্বে লেখা কোনো বিষয় ইসরায়েলী রেওয়ায়েত হয় কিভাবে? অধমের মত অনুযায়ী বাইবেলের কোনো ঘটনাকে ইসরায়েলী রেওয়ায়েত বলে চালিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ বাইবেলের ঘটনাগুলোর বিকৃতির একটি উদাহরণ আমি পেশ করছি। বাইবেলের ২বংশাবলীর ২২.২-এ একটি ঘটনা লেখা হয়েছে। ঘটনাটি হলো ‘অহসিয় রাজার। তার পিতা ছিল

জেহুরাম। বত্রিশ বছর বয়সে জেরুজালেমের রাজত্বভার গ্রহণ করে। আট বছর রাজত্ব করেণ। এরপর মারা যান। তাহলে মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর, তার মৃত্যুর পর তারই স্থানে তার কনিষ্ঠ ছেলে অহসিয় রাজত্ব ভার গ্রহণ করে। তখন তার বয়স হয় ৪২ বিয়াল্লিশ বছর , বাপ মারা গেল ৪০ বছর বয়সে, আর ঐ বছরই ছেলে হলো রাজা, তখন তার বয়স ছিল ৪২ তাহলে বুঝা গেল বাপের তুলনায় ছেলের বয়স দুই বছর বেশী। এটা একটি ভুল। বাইবেলের বর্তমান এডিশনে ৪২ এর স্থানে লিখে দিয়েছেন ২২বছর। এই পরিবর্তিত বাইবেল আবার ইসরায়েলী রেওয়য়েত হয় কিভাবে?

আর একটি বিষয় এই হাদিস থেকে শিখতে পাই তাহলো, যে ইচ্ছামত কোনো কথাকে নবীজীর বলে চালিয়ে দেয় তার ঠিকানা হলো জাহান্নমের আগুন। আর এই রোগটি আমাদের মধ্যে মহামারির মতো ছড়িয়ে পরেছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ কোনো ধর্মিয় কথাকে বলে হাদিসে আছে। এমনও বলে হাদিসের কথা হলো এই। ইচ্ছাকৃত এমন বললে তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা আামাদেরকে হেফাজত করুন এবং অন্য মানুষের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন।

১৭. উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের মাঝে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিবে

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ.[22]

অর্থ. হযরত আবু বাকার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে খুতবা দিলেন, খুতবায় তিনি বললেন, তোমরা কি জানো না এটা কোন দিন? সকলে বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো জানেন। আসলে আমরা ভেবেছি এই দিনের পরিচিত নাম ছাড়া অন্য কোন নাম বলবেন, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা জবাব দিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কুরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন শহর? এটা কি (পাবিত্র) নগরী নয়? আমরা জবাব দিলাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার

[22] বুখারী- ৭০৭৮।

পর তিনি বললেন, তাহলে নি:সন্দেহে তোমদের জান-মাল, দেহ-ইজ্জত এইসব তোমাদের (একে অপরের) জন্য হারাম। যেমন তোমাদের কাছে এই দিন এই মাস এই নগরী হারাম। শুনে রেখো আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ, তিনি বললেন আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন আর উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছেদেয়। কেননা অনেক দায়ী এমন আছে যে উহা পৌছে দিবে এমন ব্যক্তির নিকট যে তাহা সংরক্ষণ করবে। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরের গর্দান উড়িয়ে কুফরীতে ফিরে যাবে না।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এই হাদিস থেকে আমরা অনেকগুলো জিনিস শিখতে পাই, প্রথমত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কোন মাস, কোন দিন এসব উল্লেখ করে বললেন, আমি কি তোমাদের নিকট আমার উপর যেই দায়িত্ব ছিল তা কি পৌঁছিয়ে দেই নি? অর্থাৎ একমালে হুজ্জত করেছি। সাহাবা রা. বললেন জি হ্যা আপনি আপনার দায়িত্ব পরিপূর্ণরুপে আদায় করেছেন।

এথেকে এটাও শিখতে পাই যে, আমার উপর যদি কোনো দায়িত্ব থাকে তাহরে আদায় করা, এবং দায়িত্ব পূর্নতার ব্যাপারে স্বিকৃতি নেওয়া। আরোটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে সাক্ষি রাখলেন যে, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষি থাকেন আমি যে আমার দায়িত্ব পালন করেছি এব্যাপারে। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়িত্ব অন্যের কাছে অর্পণ করলেন। বললেন তোমরা যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের মাঝে পৌঁছিয়ে দাও।

এই কথা ছিল বিদায় হজ্জের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আমল করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়েছেন। যার ঘোড়া যে দিকে ছিল সে সেদিকেই ছুটলেন, তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে করেছেন অবশ্যই তারা দাওয়াতী কাজ করেছেন, ইসলাম প্রচার করেছেন, কাদের কাছে রাসুলের বাণী পৌঁছিয়েছেন, অবশ্যই অমুসলিমদের। তারা একেক দেশে এসে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেছেন। তাদেরকে দওয়াত দিয়ে মুসলমান বনিয়েছেন। আমরা কী করেছি? আমরা জানি ইসলাম সত্য ধর্ম, অমুসলিমরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে, নবীজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কি এই অমুসলিম ভাইদের দাওয়াত দিচ্ছি? তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ফিকির করছি? আসুন আমরা আমাদের প্রিয় নবীজীর ইরশাদ অনুযায়ী উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমিন।

১৮. সভা-সমাবেশে দাওয়াত

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَعِدَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنّ الْعَدُوّ يُصَبّحُكُمْ ، أَوْ يُمَسّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ : {تَبّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}.[23]

[23] বুখারী-৪৭৭০।

অর্থ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সবাহা' বলে আওয়াজ দিলেন (এটি আরবের পরিভাষা, যার অর্থ ভোরে আক্রমন কারী শত্রু থেকে সতর্ক হও) তখন কোরাইশ (গোত্রের লোকজন) তাঁর নিকাটে একত্রিত হয়ে বললেন কি হয়েছে তোমার? তিনি বললেন তোমরা কি মনে কর, আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে শত্রু তোমাদের উপর সকাল অথবা সন্ধ্যায় আক্রমন করবে তাহলে তোমরা কি আমাকে সত্যবাদি মনে করবে। তারা বলল, অবশ্যই, তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন আজাবের বিষয়ে সর্তক করছি। আবু লাহাব বললেন- তোমার ধ্বংস হউক। একরণেই কি তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছো? তখন আল্লাহ তাআলা সুরা লাহাব নযিল করলেন।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের শুরুর দিকে গোপনে দাওয়াত দিতেন। আল্লাহ পাকের হুকুম হলো- وانذر عشيرتك الاقربين.-আপনার নিকটতম লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করুন। অর্থাৎ দাওয়াত দিন। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের হুকুম দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময়ের মানুষকে একত্রিত করার নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ের উপর উঠে **صباحاه** বলে ডাক দিলেন। মক্কার লোকেরা পাহাড়ের সামনে একত্রিত হলো। তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। উল্লেখিত হাদিসে যেমনটি পড়লাম। এখান থেকে বিশেষ ভাবে তিনটি বিষয় শিখতে পারি। ১, লোকজনকে একত্রিত করে দাওয়াত দেওয়া, ২. দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি, ৩. দায়ীর পক্ষে আল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে একত্রিত করেছিলেন সকলেই অমুসলিম ছিল, কেউ মুসলমান ছিল না তাদেরকে একত্রিত করে দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদেরও উচিৎ আমরা অমুসলিমদেরকে একত্রিত করে দাওয়াত দিই, এর জন্য এই পদ্ধতিও হতে পারে, আমাদের সাধারন ওয়াজ মাহফিল গুলোতে অমুসলিমদেরকে একত্রিত করা যেতে পারে এবং তাদের সামনে ইসলামের পরিচয় পেশ করা যেতে পারে। দ্বিতিয় বিষয় হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের উপর আস্থাশিল করেছেন। এরপর সুন্দর ভাবে, যৌক্তিকভাবে, সুন্দর উপস্থাপনার দাওয়াত দিয়েছেন। নির্ভয়ে নির্দিধায় তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, আমাদের এ থেকে শিক্ষা নিয়ে দাওয়াতী কাজ করা উচিৎ। তৃতীয় বিষয় হলো, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'য়ী ছিলেন আর কাফেররা তার মুকাবেলা করেছেন। সুরা লাহাব অবতীর্ণ হয়েছে। এই জন্য দা'য়ীর মুকাবেলায় যারা আসরে তার দুই অবস্থা, ১. হেদায়েত পেয়ে যাবে। ২. না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষি যখনই দা'য়ীর মোকাবেলা কেউ এসেছে, তার দুই অবস্থার কোনো একটির সম্মখিন হতে হয়েছে। সমস্ত নবী দা'য়ী ছিলেন। তাদের বিরোদ্ধে যারাই এসেছে তারা হয় হেদায়েত পেয়েছে, না হয় ধ্বংশ হয়ে গেছে। যেমন মুসা আ. এর মুকাবেলায় এসেছিল ফেরাউন, ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবেলায় এসেছিল আবু জাহাল, আবুলাহাব, ইত্যাদি ধ্বংশ হয়ে গেছে। উমর রা. এসেছিলেন মুকাবেলায় হেদায়াত পেয়ে গেছে। প্রত্যেক যুগে একই অবস্থা। আমাদের দেশের একটি ঘটনা পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

দা'য়ীর কোনো ভয় নেই

দাওয়াত দিতে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটি ভয় কাজ করে, ওই হিন্দুটিকে দাওয়াত দিব কিনা। দাওয়াত দিলে কি যেনো বলে, সম্পর্কে ভাটা পরে কি-না। কোনো বিরোধিতা করে কিনা, ইত্যাদি। বিভিন্ন ভয় ও সংশয় কাজ করে। মূলত এসব কিছুই না। দা'য়ীর কোনো ভয় নেই। দা'য়ীর বিরুদ্ধে যেই আসবে, তার দুই অবস্থা। হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, নয়তো হেদায়াত পেয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষী দুনিয়াতে আগমনকারী নবীগণ সকলেই দা'য়ী ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে যারাই এসেছে হয়তো হেদায়াত পেয়েছে, নয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। এর পরও যুগে যুগে যারা দাওয়াতী কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যারা এসেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে বা হেদায়াত পেয়ে গেছে। যেমন আমাদের দেশে শাহ জালাল রহ. এসেছিলেন দা'য়ী হয়ে, তার বিরুদ্ধে এসেছিল রাজা গৌড়গবিন্দ, সে ধ্বংস হয়ে গেছে।

বাবা আদম শহীদ রহ. এর ঘটনা

বাবা আদম শহীদ রহ. (এখনো তার মাজার বিদ্যমান আছে) তিনি দা'য়ী ছিলেন। এক পর্যায়ে তৎকালীন রাজা বল-লের ভাগিনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। রাজার আর সহ্য হলো না। এবার রাজা বাবা আদম শহীদ রহ. -এর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যুদ্ধে যাবার আগে রাজা তার পরিবার সদস্যদের উপদেশ দিলেন যে, দেখ যুদ্ধের মধ্যে জয় পরাজয় দুটোই হতে পারে, যদি আমরা বিজয়বেশে ফিরে আসি তাহলে তো ফিরেই আসলাম। আর যদি পরাজয় বরণ করি তাহলে কাঠের স্ডুপে আগুন জ্বালিয়ে গেলাম, আর পাখিটি সাথে নিয়ে গেলাম। পাখিটি যদি ফিরে আসে তাহলে

বুঝবে আমরা পরাজয় বরণ করেছি। তখন তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরবে কিন্তু শত্র"র হাতে ধরা দিবে না। এ বলে রাজা যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন।

এবার যুদ্ধ শুরুহলো দা'য়ী ও রাজার মাঝে। রাজার তরবারি যখন বাবা আদম শহীদ রহ. -এর গায়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে সাথে নিয়ে আসা পাখিটি খাঁচা থেকে বের হয়ে রাজপ্রসাদের দিকে পাখা হাঁকিয়ে চলল। এবার রাজা দিশেহারা হয়ে পাখির পিছনে ছুটলো। কারণ পাখি দেখার সাথে সাথে রাজ পরিবারের সকলেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। কিন্তু রাজা ব্যর্থ হলো, রাজা দরবারে পৌঁছার আগে পাখি হাজির হয়ে গেল। পাখি দেখার সাথে সাথে সকলে এক সাথে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার রাজা যখন গিয়ে দেখল তার পরিবার সাকলেই শেষ হয়ে গেছে, সে নিজেও তাদের সাথে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ছিল দা'য়ীর মোকাবেলা আগমনকারীর ধ্বংসের উজ্জ্বল প্রমাণ। এছাড়াও আরও বহু প্রমাণ আছে, বইটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানেই শেষ করলাম।

১৯. অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَمِّهِ « قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ)[24]

অর্থ. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা (আবু তালেব) কে

[24] বুখারী-১৩৬০,তিরমিজী- ৩১৮৮, ।

(তার মৃত্যুর সময়) বলেন, হে আমার চাচা আপনি বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কেয়ামতের দিন আমি ইহার বদৌলতে আপনার জন্য সাক্ষী হবো। জবাবে আবু তালেব বললেন, যদি কোরাইশদের এই ভৎসনার আশংকা না হতো যে, তারা বলবে আবু তালেব শুধু মৃত্যুর ভয়ে কালেমা পাঠ করেছে। তবে আমি কালেমা পড়ে তোমার চক্ষু শীতল করতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেলেন-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .

অর্থ: আপনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান হেদায়াত দান করবেন।

২০. অপবাদ ও নির্যাতিত হওয়ার পরও দাওয়াত অব্যহত রাখতে হবে

عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب[25]

অর্থ. হযরত জামে ইবনে সাদ্দাদ তারেক আল মুহারেবী রা. হতে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জুল মাযাজ বাজারে এক জোড়া ডোরা কাটা লাল চাদর পরিহিত

[25]-ইবনে খুজইমা-১৫৯

অবস্থায় দাওয়াত দিতে দিতে চলতে দেখেছি যে, হে লোক সকল! তোমরা لا اله الا الله বলো। তাতে তোমরা কামিয়াব হবে"। আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছু পিছু চলছে এবং তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করছে, এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় টাখনু ও উভয় হাটুর পিছনের দিকে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আর সে বলছে, হে লোকেরা তোমরা এর অনুসরণ করিও না। এ একজন মিথ্যুক।

তখন আমি তাকে বললাম, (রাসূলের দিকে ইশারা করে) ইনি কে? লোকেরা উত্তর দিলো, আব্দুল মত্তালিবের বংশীয় এক ছেলে। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: ঐ ব্যক্তি কে যে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করছে? তারা বললো, সে হলো আব্দুল উজ্জা, আবূ লাহাব।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

এই হাদিস থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় শিখতে পাই,

১. বাজারে ইসলাম প্রচার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদেরও উচিৎ আমরা যেন বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিই। আমাদের জন্য তো এই সুন্নাতের উপর আমল করা দুঃস্কর হয়ে গেছে। কারণ আমরা যদি বাজারে গিয়ে কোনো অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিই, তাহলে একজন মুসলমানভাই প্রথমে আমাদেরকে বাধা দেয়, বলে দেখুন আপনি ফেৎনা সৃষ্টি করতে এসেছেন। আমরা এক সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করি, আমরাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে, তাকে দাওয়াত দিলে বন্ধুত্ব দূর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো ভাবে যদি কোনো অমুসলিমকে দাওয়াত দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে উল্টো মুসলমানদের প্রতি

অভিযোগ করে যে, আমিতো মুসলমানদের সাথে ব্যবসা করি তারাতো কোনো দিন আমাদেরকে এসব কথা বলে নি। এমন সুন্দর সুন্দর কথা শুনায়নি। এ কথাগুলো আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি। আমি এমন পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছি।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুস্মরণে বাজারে গিয়েও দাওয়াত দেওয়া উচিৎ। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন। ২. নির্যাতন সহ্য করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিচ্ছেন আর তাঁর উপর কাফেরেরা পাথর নিক্ষেপ করছে তিনি এই পাথরর আঘাতে খেলেন কাদেরকে দাওয়াত দিতে, অবশ্যই দাওয়াত দিতে তিনি হলেন আমাদের আদর্শ আমারা কি কখোনা তার আদর্শে আদর্শবান হয়ে অমুসলিমেদেরকে দাওয়াত দিয়েছি? ৪.দাওয়াত দিয়ে পাথরের আঘাত তো দূরের কথা, একটি থাপ্পরও কি খেতে হয়েছে? আসল কথাতো হলো নির্যাতিত হতে হবে এই ভয়ে কখোনো অমুসলিমদেরকে দাওয়াতই দিইনি। বাস্তব অবস্থা হলো দাওয়াত দিলে বর্তমানে পাথরের আঘাত খেতে হয় না, বরং উল্টো চা খাওয়ায়। আচ্ছা দাওয়াত দিয়েতো দেখি যদি নির্যাতিতিই হই তাহলে তো নবীজীর একটি সুন্নতের উপরে আমল হলো। আচ্ছা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পাথরের আঘাত খেযে প্রতিবাদ করেছেন? আমাদের গায়ে যদি কেউ হাত দেয় তাহলে আমরা কি ছেড়ে দিব? আমরা কি নবীজীর মতো ক্ষমা করে দিতে পারবো সেই হিম্মত কি আমাদের হয়েছে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

আরো একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, রক্তাক্ত করা ,দাওয়াতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। আমাদের অবস্থা হলো রক্তাক্ত কেন একটি ধমকও তো খাইনি। কারণ অমুসলিমদেরকে দাওয়াতিই দেইনা আবার ধমক খাব কোথা থেকে?

আরেকটি বড় শিক্ষণীয় বিষয় হলো , গালি ও মিথ্যুকের অপবাদ সহ্য করা। গালি সহ্য করা ইত্যাদি আমাদের পক্ষে তো অল্পনাও করা যায় না। আর এই নির্যাতন যদি অন্য কেহ করতো তাহলে মনকে বুঝ দেওয়া যেত, কিন্তু এই গালি দিচ্ছে, মিথ্যুক বলে অপবাদ দিচ্ছে পাথর নিক্ষেপ করছে যিনি করছেন সে দূরের কেও না বরং তার আত্মিয়-স্বজন। আল্লাহ আমাদেরকে অমুসলিম ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করুন, যদি অপবাদ ও নির্যতন আসে তাহলে তা সহ্য করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

২১. মাদ'উ কষ্ট দিলেও তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করা

عَنْ شَقِيقٌ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ[26]

অর্থ. শাক্বীক রাহ. হতে বর্ণিত তিনি বললেন: আব্দুল্লাহ রা. বলছেন আমার চোখে এখনো সেই দৃশ্য ভাসে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববতী কোনো নবীর ঘটনা বলছেন, যাকে তাঁর সমাজের লোকেরা মেরে রক্তাক্ত করে

[26] -বুখারী-৬৯২৯, ইবনেমাজা-৪০২৫, মুসনাদে আহমদ-৩৬১১।

ফেলেছে। কিন্তু তিনি চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছেন, হে আল্লাহ! আমার সমাজের লোকদের মাফ করে দিন। তারা তো জানে না।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

দা'য়ীর এটা হবে একটি বড় গুন যে, মাদউ কষ্ট দিবে, আর দা'য়ী ক্ষমা করে দিবে এবং তার মাগফেরাতের জন্য ক্ষমা চাইবে। আর দুআ করবে, যেমনটি করেছেন আম্বিয়া আ. গণ আমরা এই হাদিস থেকে শিখতে পেলাম । কারণ দা'য়ী হবে ডাক্তারের মাতো, আর মাদউ হলো রোগীর ন্যয়। হাসপাতালে দেখা যায় অনেক রোগী ডাক্তারকে গালি দেয়, তো ডাক্তার বুঝে, সে না বুঝেই এমন করছে, তখন ডাক্তার কিন্তু তার জন্য ঠিকই চিকিৎসা সারবেন। নবীজীর প্রতিটি পদে দেখা যায় তিনি শুধু ক্ষমা করেন, তিনি হলেন আমাদের জন্য আদর্শ তার আদর্শে আদর্শবান হয়ে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করুন এবং মাদউর জন্য ক্ষমা ও দুআ করার তৌফিক দান করুন আমিন।

২২. খ্রিস্টানদেরকে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি

عَنْ خَالِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَجْلِسِ فَشَخَصَ بَصَرُهُ إِلَى رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَقَالَ : أَبَا فُلاَنٍ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ يُنَازِعُهُ الْكَلاَمَ إِلاَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ لَهُ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَالإِنْجِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَالْقُرْآنَ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ نَشَاءُ لَقَرَأْتُهُ ، ثُمَّ نَاشَدَهُ هَلْ تَجِدُنِي فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ؟ قَالَ : نَجِدُ مِثْلَكَ وَمِثْلَ هَيْأَتِكَ وَمِثْلَ مَخْرَجِكَ ، فَكُنَّا نَرْجُو أَنْ

يَكُونَ فِينَا فَلَمَّا خَرَجْتَ خُوِّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ هُوَ فَنَظَرْنَا فَإِذًا لَسْتَ أَنْتَ هُوَ ، قَالَ : وَلِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلاَ عَذَابٌ ، وَإِنَّمَا مَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرُ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنَا هُوَ وَإِنَّهُمْ لأُمَّتِي ، وَإِنَّهُمْ لأَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا.وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.[27]

অর্থ. একদা হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে বসা ছিলেন, তখন এক লোককে মসজিদে হাঁটতে দেখে বললেন, ও অমুকের বাপ! সে বললো, উপস্থিত আছি হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি কোনো তর্কে না জড়িয়ে বলল "ইয়া রাসূলাল্লাহ" নবীজী তাকে বললেন: আমি হলোাম আল্লাহর রাসূল" তুমি কি এর সাক্ষ্য দাও ? লোকটি বললো, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাওরাত পড়ো? লোকটি বললো: হ্যাঁ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি ইঞ্জিল পড়ো? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন: কোরআন পড়ো? সে বললো: আমার প্রাণের মালিকের শপথ করে বলছি, আমি চাইলে তা পড়তে পারবো। এরপর নবীজী তাকে বললেন, তুমি কি তাওরাত, ইঞ্জিলে আমার আলোচনা পেয়েছ? সে বললো, আমরা তো আপনার মতো ও আপনার গঠনের মতো ব্যক্তিত্ব ও গঠন সম্পন্ন ব্যক্তির এবং আপনার আগমনের স্থানের মতো স্থান সম্পর্কিত আলোচনা আমরা তাওরাত ইঞ্জিলে পাই। আমরা তো আশায় ছিলাম যে, শেষ নবী আমাদের মধ্য থেকে হবে, কিন্তু আপনি যখন আসলেন, তখন আমাদের এ আশংকা হলো যে, আপনিই সেই কাঙ্খিত ব্যক্তি কি না?

---

[27] -মুসনাদে বায্যার- ৩৭০০।

আমরা ভেবে দেখলাম আপনি সে ব্যক্তি নন। বললেন কেন? তখন সে বলল, সেখানে আমরা দেখেছি ঐ নবীর উম্মত হবে ৭০ হাজারেরও কিংবা তার চেয়ে বেশি যাদের কিয়ামত দিবসে কোনো হিসাব হবেনা এবং তাদের কোনো ধরনের আযাবও হবে না। আর আপনার কাছেতো অল্প সংখ্যক লোকই দেখছি। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমিই সেই নবী। তারা হলো আমার উম্মত যারা সত্তর হাজারেরও অনেক বেশি হবে।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

আমাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সুন্দর ভাবে এই খ্রিস্টানকে দাওয়াত দিলেন, তাওরাত ইঞ্জিলে তার পরিচয়ের কথা বললেন। প্রিয় পাঠক খ্রিস্টানরা এই তাওরাত ইঞ্জিলকে এতো বিকৃত করার পরও তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বানী বিদ্যমান। আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি বর্ণনা করছি।

বাইবেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী -

বাইবেলে নতুন নিয়মের যোহন সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ৭-৮নং অধ্যায়ে যীশু কলেন, " আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারন আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দেব। আর তিনি আসিয়া পাপ সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে ও বিচারের (কিয়ামত) সম্বন্ধে জগৎকে আজ্ঞা দিবেন।"

আরো আছে যিরমিয় ২৮ অধ্যায়ের ৯নং পদে সেখানে বলা হয়েছে, " যে নবী শান্তির (ইসলামের) ভবিষ্যদ্বাণী বলে সেই

নবীর বাক্য সফল হইলে জানা যায় যে সদাপ্রভু সত্যই সেই নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

খ্রিস্টানদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিসের প্রতি খেয়াল করা যেতে পারে। ১. তাকে তাওহিদের দাওয়াত দেয়া। তারা বাইবেলের কোথাও একথা প্রমাণ করতে পারবে না, যে, হরত ঈসা আ. বলেছেন আমি আল্লাহর পুত্র বা তোমরা আমার উপাসনা কর। একত্ববাদের ব্যপারে বাইবেলে অনেক আলোচনা আছে। এ বিষয়ে অধমের লেখা খ্রিস্টান ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি বইটি মুতায়ালা করা যেতে পারে। ২. তাদেরকে বলা তোমরা তোমাদের মূল কিতাব দেখাও যা ইসা আ. এ উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তা তারা দেখাতে পারবে না।

সাজু নামে এক মুর্তাদ খ্রিস্টানের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম আপনি হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল যা হযরত ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমাকে দেখাতে পারবেন না। কিছুদিন পর একদিন আমার কাছে তার ফোন এল, খুব আনন্দের সাথে বলল, যুবায়ের ভাই আপনার জন্য একটি জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমি বললাম কি সংগ্রহ করলেন? বলল, আপনি বলেছিলেন হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল দেখাতে পারবেন না, আমিতো হিব্রু ভাষার ইঞ্জিল সংগ্রহ করেছি। আমি বললাম সেটা যে হিব্রু ভাষার ইঞ্জিল তার প্রমান কি? আপনিকি তা পড়ে শুনাতে পারবেন? বলল না, বা এমন কাউকে নিয়ে আসুন যে আপনার হিব্রু ইঞ্জিল পরে অনুবাদ করবেন আর আমরা বর্তমান বাংলা ভাষার ইঞ্জিল দেখব মিল আছে কিনা? এতেও সে রাজি না। বললাম তাহলে একটি ডিকশনারী নিয়ে আসুন বাংলা TO হিব্রু তাহলে সেখান থেকে শব্দার্থ বের করে নিয়ে মিলিয়ে দেখব, এতেও সে রাজি না। পড়ে তাকে পরামর্শ দিলাম আপনি হিব্রু

ভাষাটি শিখুন। সে বলল এখন কি তা সম্ভব! শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজয় বরণ করতে হলো। প্রিয় পাঠক খ্রিস্টানদের অবস্থা হলো এটা।

৩. রেসালাত ও আখরাতের দাওয়াত দিতে হবে, আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন।

২৩. আগ্রহী শ্রুতার জন্য হেদায়াতের প্রত্যাশা করা যায়

عن معاوية بن أبي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما انا مبلغ والله يهدي وقاسم والله يعطي فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدى فان ذلك الذي يبارك له فيه ومن بلغه عني شيء بسوء رغبة وسوء هدى فذاك الذي يأكل ولا يشبع[28]

অর্থ. মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমি মুবাল্লিগ। আর আল্লাহ হেদায়াত দান করেন এবং আমি (রাসূল) বন্টনকারী। আর আল্লাহ দান করেন। যার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো কিছু আগ্রহ ও সুন্দর নির্দেশনা রুপে পৌঁছাবে, তা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য তা বরকতময় হবে। আর যার কাছে আমরার পক্ষ থেকে গুরুত্বহীনতা ও অনর্থক নিদর্শন রুপে পৌঁছবে। তাহলে তা তার জন্য বরকত ময় হবে না। নিশ্চয় উহা যাতে তার জন্য বরকত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমার থেকে কোনো জিনিসকে খারাপ আগ্রহ ও খারাপ নিদের্শনার পৌঁছবে সুতরাং, উহা এমন যে কোনো ব্যক্তি খাই ঠিকিই কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

[28] মুসনাদে আহমদ-১৬৯৩৭

২৪. সাধ্যনুযায়ী অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করা

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِى بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».[29]

অর্থ. হযরত তারেক ইবনে শিহাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈদের দিন নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়েছে, সে হলো মারওয়ান। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল। ঈদের নামাজ হবে খুতবার পূর্বে। তখন মারওয়ান বলল: ওটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. বললেন: এই ব্যক্তি তার দায়িত্ব আদায় করেছে। আমি রাসূলূল্লাহ কে বলতে তিনি বলেন শুনেছি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অসৎকাজ দেখবে, সে যেন নিজ হাত দ্বারা প্রতিহত করে যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে নিজ যবান দ্বারা (অসৎকজের প্রতিবাদ জানাবে)। যদি তাও তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্ব নিম্নস্তর।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম

এখানে একটি বিষয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই হাদিসে অসৎ কাজের বাধা দিতে বলা হয়েছে এবং তার কয়েকটি পর্যায়ও বলা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ কি? এ

[29] ইবনে মাজা-৪০১৩, তিরমিজী-২১৭২

বিষয়ে বর্তমান বইয়ের শুরুতেই গিয়েছে সবচেয়ে বড় মুনকার হলো শিরক। কিন্তু প্রতিদিন আমরা দেখছি কত মানুষ শিরক করছে, কিন্তু কোনো দিন তাদেরকে বাধা দেইনি। এমনকি ঈমানের সর্বনিম্নস্তর ঘৃনাও করি না। পক্ষান্তরে দেখা যায় দুর্গাপূজার সময় মন্ডপের কমিটি হয় মুসলমান। এমনকি অবস্থা দেখলে মনে হয় মুসলমানরা যদি দুর্গা পূজায় অংশ গ্রহন না করে তাহলে হিন্দুদের দুর্গাউৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এদিকে দেখা যায় অনেক স্থানে মুসলমান নেতা শরদীয় দুর্গাপূজার জন্য শুভেচ্ছা জানান। আমি ময়মনসিংহে একমন্ত্রির ছবির সাথে দুর্গার ছবি দেখেছি। তিনি হিন্দুদেরকে দুর্গা উৎসবের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। অনেক পোষ্টারে লেখা থাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। মুসলমান যদি দুর্গাপূজাকে অন্তর থেকে শুভেচ্ছা যানায় তাহলে তারা দাওয়াত দিবে কিভাবে? তার ঈমানের অবস্থায়ই বা কি হবে? একটু ভেবেছেন কি? আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলামনরা হিন্দুদের উৎসবে যায় কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের উৎসবে আসে না। এথেকেই বুঝে নিন আমরা কেমন মুসলমান?

২৫. দাওয়াতী কাজ না করার ক্ষতি

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ

عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَيَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং জালিমেকে জুলূম থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং সত্যের উপর মজবুতভাবে জমে থাকবে। নতুবা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মধ্যে প্রচন্ড বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিসম্পাত করবেন যে রুপ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।[30]

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম

আমরা যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ না করি তাহলে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড বিভেদ। তাইতো হচ্ছে আজ কোথাও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নেই, নেই সংঘ। আছে শুধু এখতেলাফ আর মতানৈক্য। এর মূল কানো হলো এই দাওয়াতী কাজ করে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় বিষয় অভিশাপ, আমরা আজ অভিশপ্ত । আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াতী কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

২৬. দাওয়াতের উদ্দ্যেশে প্রত্র প্রেরণ

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب قبل موته إلى كسرى و إلى قيصر و إلى النجاشي وإلى كل جبار

[30] আল- মুজামুল কাবির লিত্তাবারানি-৪৮৬, ৬ প তিরমিজী-২১৬৯,

يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم

অর্থ. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর ওয়াফাতের পূর্বে তিনি কেসরা এবং কায়সারের (বাদশাহের) ও নাজাশির নিকট-পত্র লিখেছিলেন এবং প্রত্যেক প্রতাপশালি বাদশাহকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন-(হাদিসে বর্ণিত নাজাসি) ঐ নাজাসি নয়, যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবী জানাজা পড়েছিলেন।[31]

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় একটি সুন্নাত হলো বিভিন্ন রাজা বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসটি মৃত প্রায়। আজ আমাদের দেশের অনেক এমপি, মন্ত্রি অমুসলিম তাদেরকে কমপক্ষে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত তো দিতে পারি, এই কাজটি আমাদের কল্পনার ধারে কাছেও নেই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা তার এহসান গ্রহন করি। কিন্তু তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ফিকির করি না, আল্লাহ আমদেরকে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন।

২৭. দাওয়াতীকাজে সুসংবাদ দেয়া

عن أبي موسى قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة وقال احترق بيت

[31] তিরমিজী-২৭১৬।

بالمدينة على أهله فحدث النبي صلى الله عليه و سلم بشأنهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفؤها عنكم قال وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن مثل ما بعثني الله عز و جل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منه طائفة قبلت فأنبتت الكلأ والعسب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز و جل بها ناسا فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا واسقوا وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله عز و جل

অর্থ. হযরত আবু মূসা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করেছিল, আমি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে এলাম, তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং খেঁজুর দিয়ে তাঁর তাহনীক করলেন । হযরত আবু মূসা একবার বলেন মদীনা শারীফে একটি ঘর পুড়ে গিয়েছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আগুন তোমাদের শুত্রু, তাই তোমরা ঘুমের সময় তা নিভিয়ে রাখবে। আবু মূসা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সাহাবীকে কোনো কাজে পাঠাতেন, তাকে বলতেন তোমরা "সুসংবাদ দাও অনীহা সৃষ্টি করো না। সহজ করো কঠিন করো না।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমিনে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, এক প্রকার জমি বৃষ্টির পানি

গ্রহণ করে প্রচুর তৃণলতা ও ঘাঁস জন্মিয়েছে, আর এক প্রকার জমি হলো, শূষ্ক অনুর্বর যা পানি জমা করে রাখছে, আল্লাহ তা'য়ালা এই প্রকারের জমির মাধ্যেমে মানুষকে উপকৃত করেন, মানুষ পান করে, সেচ দিয়ে ফসল ফলিয়ে পুশুকে পান করিয়েছে। অন্য এক প্রকারের জমি হলো পাথুরে টিলা ভুমি যা না পানি জমা করে রাখাতে পারে, না ফসল ফলাতে পারে, ইহা (প্রথম প্রকারের জমি হলো) দ্বীনের বুঝ অর্জনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত।[32]-

২৮. মুরতাদ না হওয়া

عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থ. হযরত জাবির রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন মানুষদেরকে চুপ করালেন, বললেন.আমার পর তোমরা কুফুরির দিকে ফিরে যেয়োনা। যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের গর্দন উড়ায়তে থাকবে।[33]-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন ভাষন দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পরে মুরতাদ হয়ো না।

আজ মুরতাদ হওয়ার প্রতিযোগিতা লেগেছে, সর্বস্তরে ধর্মান্তরের ফেৎনা ছড়িয়ে পরেছে। আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষিত শ্রেনি থেকে নিয়ে সাধারণ কুলি মজুর পর্যন্ত ধর্মান্তরের শিকার। তার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনেক আছে যা লিখতে গেলে সেটা সতন্ত্র

[32] মুসনাদে আহমদ -১৯৫৭১।

[33] বুখারী-১২১। মুসলিম-২৩২, ইবনে মাজা-৩৯৪২,

পুস্তক হয়ে যাবে। সেমসং চৌধুরীর মতো হাজারও শিক্ষাবিদ যারা আজ খ্রিস্টান। লালমনিরহাটে দেখলাম খতিব সাহেব খ্রিস্টান। মানিকগঞ্জে দেখলাম পীর সাহেব খ্রিস্টান, ঝিনাইদাহে দেখলাম হাফেজ সাহেব খ্রিস্টন, ময়মনসিংহে দেখলাম স্কুল শিক্ষক খ্রিস্টান, দনাজপুরে দেখলাম মসজিদের সামনের বাড়ির লোকজন খ্রিস্টান। আর কতো বলাব, এমন তালিকা আমার কাছে অনেক অনেক আছে।

আসুন আমরা সচেতন হই। নিজেরা মুরতাদ হওয়া থেকে বিরত থাকি এবং অন্য ভাইকেও বিরত রাখি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন।

২৯. নওমুসলিমদের পুনর্বাসন

عن (أنس) رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمان بن عوف المدينة فآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمان أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة[34]

অর্থ. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. (হিজরত করে) মদিনায় আগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ও স'াদ ইবনে রবী আনসারি রা. এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন

[34] বুখারী-২৪০,

করে দিলেন। আর হযরত স'াদ রা. ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যাক্তি। তিনি হযরত আব্দুর রহামন রা. কে বললেন, আমার যাবতীয় সম্পদ দুভাগ করে এক ভাগ আপনাকে দেই এবং আপনার বিবাহের ব্যবস্থা করি। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের মাঝে বরকত দানকরুন। আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। তারপর যখনই তিনি (আব্দুর রাহামান রা.) ফিরতেন, তখন পনির ও ঘি, বাচিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তা নিয়ে তার ঘরের লোকদের নিকট যেতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এভাবেই আমরা কিছুদিন কাটিয়ে দিলাম। তিনি একদিন (নবীজীর কাছে) এলেন, তার জামার হলদে রং প্রকাশ পাচ্ছিল, ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যপার ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, তাকে মহর স্বরুপ কী দিয়েছ? তিনি বললেন, এক 'নাওয়াত' পরিমান স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমার ব্যাবস্থা কর।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

আমাদের সমাজে বড় একটি সমস্যা হলো, একজন ব্যক্তি মুসলমান হলে সে মসজিদে মসজিদে সাহায্যের হাত বারায়। আর আমাদের সাহাবা রা. এর আদর্শ বা এই পরিস্থিতে তারা কী করতেন, এসব বিষয়ে জানা না থাকার করণে, আমারা তাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে দেই। আমরা এই হাদিস থেকে শিখতে পাই যে, কোনো নওমুসলিম ভাইকে আমাদের ভাই বানিয়ে নিব এবং তাকে ভিক্ষুক না বানিয়ে কাজের সন্ধান দিয়ে দিব। আরো একটি সমস্যা হলো, অনেক মানুষ সারা জীবন নওমুসলিম থাকে। তারা

কখনো পুরাতন হয় না। দেখুন একটি কাপড় তিন পর পুরাতন হয়ে যায়। আর একজন নওমুসলিম ত্রিশ বছর পর নতুনই থেকে যায়। কখনো পুরাতন হয় না। সাহাবা রা. সকলেই নতুন ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবার ব্যাপারে আমরা শুনি নি যে, তিনি তার নামের শুরুতে নও মুসলিম লাগিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমল করার তওফিক দান করুন। আমিন!

৩০. নওমুসলিম ভাদেরকে ভাই বানিয়ে নেয়া

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاخِي بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فَتَطُولُ اللَّيْلَةُ عَلَيْهِمَا، حَتَّى ْيِ لـ قى َ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَلْقَاهُ بِوُدٍّ وَلُطْفٍ فَيَقُولُ: كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي ؟ "، قَالَ: " وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ ثَلَاثٌ لَا يَعْلَمُ عِلْمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: " لَمَّا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّاسِ كَانَتْ تُطَوِّلُ اللَّيْلَ عَلَى أَحَدِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَلْتَقِيانِ بِوُدٍّ وَلُطْفٍ، فَأَمَّا الْعَامَّةَ فَلَمْ يَكُنْ تَمْضِي عَلَى أَحَدِهِمْ ثَالِثَةٌ لَا يَعْلَمُ عِلْمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "[35]

অর্থ. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করতেন। উভয়ের জন্য রাত্র দীর্ঘ হতো, এক পর্যায়ে উভয়ের সাক্ষাত হতো। এবং সে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের সাথে দেখা করতো এবং জিজ্ঞাসা করতো, আমার অনুপুস্থিতে তোমার কী অবস্থা হয়ে ছিল,? আর সাধারণত তিন দিন

[35] শুআবুলইমান-৮৬৩৮। ৬১নংশুআবের শেষ অধ্যায়। ب

অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই একভাই তার অপর মুসলিম ভাই এর খবরা খবর নিতো।

৩১. এমন কোনো ঘর থাকবে না যেখানে ইসলাম পৌঁছবে না

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَلاَ يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ يُعِزُّ بِهِ الإِسْلاَمَ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ يُذِلُّ بِهِ الْكُفْرَ ».[36]

অর্থ.তামিমে দারী (রাযি:) বলেন: আমি রাসূলের মুখে শুনেছি: পৃথিবীর সর্বত্র এই দ্বীন পৌঁছে যাবে। আল্লাহ এই বিধানকে শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরেই বাস্তবায়ন করবেন। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান বাড়িয়ে দিবেন, অপদস্ত ব্যক্তির অপমান বৃদ্ধি করে-হয়ত তাদেরকে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে সম্মানিত করবেন। অথবা তাদেরকে জিযিয়া (কর) চাপিয়ে দিয়ে লাঞ্চিত করবেন।[37] -

এই হাদিস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি।

তাহলো রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যান্ত গুরুত্বের সাথে দাওয়াতের বিষয়টি পেশ করেছেন। তা আবার বিদায় হজ্জের মধ্যে। আবার জিজ্ঞাসাও করেছেন আমি কি তোমাদের মাঝে আমার দাওয়াতের যেই দায়িত্ব ছিল তা কি বুঝাতে পেরেছি এবং পৌঁছাতে পেরেছি ? সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ ইয়া রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম।

[36] তাবরানী-১৬৯৮৯, মুসনাদে আহমদ-১৬৯৫৭

[37] আল মূ'জামুল কাবির - তাবরানী-১৬৯৮৯,সুনানুল কুবরা লিবাইহাকি-১৯০৯০

৩২. আরব আজম সব স্থানে দাওয়াত পৌঁছবে

عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِلإِسْلامِ مُنْتَهًى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا ، أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الإِسْلامَ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ ، قَالَ : فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : كَلا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.[38]

অর্থ.কুরজ বিন আলকামা আল খুজারী বলেল: এক বেদুঈন সাহাবী বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কি কোনো সমাপ্তি আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ আরব অনারবের প্রত্যেক পরিবার যাদের জন্য আল্লাহ মঙ্গলের ইচ্ছা করবেন, তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবেন। এরপর কী ঘটবে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ? এরপর বৃষ্টির মতো একেরপর এক ফেতনা অনবরত আসতে থাকবে। বেদুঈন সাহাবী বললেন এমন কখনো হতে পারে না হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা তখন পাগলা সাপে পরিণত হবে। একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিবে।

* صباً এমন সাপ যে দংশন করতে চাইলে সামান্য উপরে উঠে যায় এরপর নিচে নেমে দংশন করে।[39]

[38] সরহুস্‌সুন্নাহ-৪২৩৫,

[39] -মুসনাদে আহমদ-৭১০১,

৩৩. দুই জিনিসের দাওয়াত

عن عبد الله بن عمرو قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزرورة بديباج فقال ان صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل فارس بن فارس فقام النبي صلى الله عليه و سلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس فقال ان نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال اني قاصر عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فان السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله الا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو ان السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله الا الله عليهما لفصمتها أو لقصمتها وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء[40]

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একজন গ্রাম্য বেদুঈন আসলো, তার পড়নে ছিলো লম্বা চাদর বিশিষ্ট জুব্বা। যার দুই হাতা ছিল রেশমের কাপড়ের বুনা। অতঃপর সে বলল, তোমাদের এই সাথী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক (অপদস্থ) কে সম্মান, ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে অসম্মান করতে চায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্নিত হয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং তার

[40] মুসনাদে আহমদ-৭১০১,

জুব্বার কলার ধরে টানতে লাগলেন, এবং বললেন, তোমার পড়নে যেন মূর্খ লোকদের পোষাক না দেখি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন হযরত নূহ আ. মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তার পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে শুধু ওসীয়ত করে যাচ্ছি। তোমাদেরকে দুটি বিষয়ে আদেশ ও দুটি বিষয়ে নিষেধ করছি। তোমরদের কে শিরক ও অহংকার করার থেকে নিষেধ করছি এবং **لا إله الا الله** এর আদেশ করছি। কেননা আসমান সমূহ ও যমীন এং তার মাঝে যা কিছু রয়েছে, তা যদি মিযানের একটি পাল্লায় রাখা হয় এবং **لا إله الا الله** কে পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে তাই ভারী হবে। আর আসমান সমূহ ও জমিন যদি বৃত্ত আকারে হতো, এবং **لا إله الا الله** কে তার উভয়ের মাঝে রাখা হতো, হাহলে তা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ করে ফেলতো এবং তোমরাদেরকে **سبحان الله وبحمده** পড়ার আদেরশ করছি কেননা তা হলো প্রত্যক জিনিসের দরুদ এবং সব মাধ্যমেই প্রত্যক জিনিসকে রিযিক প্রদান করা হয়।

৩৪। তাওরাত পড়া

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَ}قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ{ الآيَةَ.[41]

হযরত আবু হুরাইরা রা: বলেন আহলে কিতাব ইহুদীরা ইবরানী ভাষায় তাওরাত পড়তোএবং মুসলমানদেরকে আরবী ভাষায় এর

[41] -বুখারী-৭৫৪২

ব্যখ্যা শুনাতো। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন: তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে সত্যায়ন করে না এবং মিথ্যাবাদীও সব্যস্ত করোনা। তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং যে কিতাব তাঁর পক্ষ থেকে অবর্তীণ করা হয়েছে তার উপর ও ।[42] -

৩৫. তাওরাত ইঞ্জিল বিকৃত

عن بن عباس قال : كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة و السلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم [ص 232] ما نجد شتما أشد من شتم يشتمونا هؤلاء إنهم يقرؤون { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم وقالت طائفة منهم دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن

---

[42] বুখারী -৭৫৪২।

[ش (العبرانية) لغة اليهود . (لأهل الإسلام) للمسلمين . (لا تصدقوا . .) أي لا تعتمدوا أقوالهم وتفسيراتهم سواء وافقت الواقع أم خالفته واعتمدوا ما جاءكم على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم مع تصديقكم بما أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام . (الآية) أي وقرأ الآية بتمامها وتتمتها { وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . . } / البقرة **136** / . لا نفرق بين أحد منهم) من حيث الإيمان بنبوتهم والتصديق بما أنزل عليهم بل نؤمن بالجميع . (له) لله عز و جل . (مسلمون) مقرون بالعبودية مخلصون بالطاعة

নাসায়ী-৫৪০০,

قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقالت طائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم قال ففعلوا **ذلك فأنزل الله عز** و جل { ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها } والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما أتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به فلما بعث الله النبي صلى الله عليه و سلم ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته } أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه و سلم وتصديقهم قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه و سلم قال { لئلا يعلم أهل الكتاب } يتشبهون بكم { أن لا يقدرون على شيء من فضل الله } الآية .

অর্থ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, যহরত ঈসা আ. এর আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সাধন করল, কিন্তু তাদের মাঝে ছিল কিছু ঈমান দার ব্যক্তি। যারা তাওরাত পাঠ করতো, তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট অভিযোগ করা হলো যে, তারা আমাদেরকে যে গালিগলাজ করে, এর চেয়ে মারাত্মক কোনো গালি হতেই পারে না। তারা এই আয়াত { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } পাঠকরে, 'আল্লাহর তাআলা যে শরীয়ত নাযিল করেছেন যে ব্যক্তি তা অনুযায়ী ফায়সালা করলো না তারই হলো কাফের।' এসমস্ত

আয়াত পাঠের মাধ্যমে তারা আমাদেরকে কৃতকর্মে দোষারোপ করে। সুতরাং তাদেরকে ডাকুন, তারা যেন আমাদের পদ্ধতিতে তাওরাত ইঞ্জিল পাঠ করে। আর যেভাবে আমরা ঈমান এনেছি তারা যেন সেভাবে ঈমান আনে। তখন প্রভাবশালী লোকেরা তাদেরকে ডকে একত্রি করলো। এবং তাদের সামনে মৃত্যু, অথবা তাওরাত ইঞ্জিচল পড়া থেকে বিরত থাকার বিষয়টি তুলে ধরলো। তবে যা তারা পরিবর্তন করেছে, তা পড়ার অবকাশ রয়েছে। উত্তরে তারা বললো, এগুলো দ্বারা তোমাদেরকে কী উদ্দেশ্যে? আমাদেরকে ছেড়ে দাও। তাদের একটি গোত্র বলল, আমাদেরকে একটি উঁচু স্তম্ভ বানিয়ে দাও এবং আমাদের উপরে উঠিয়ে দাও। অতঃপর আমাদেরকে কিছু দাও যার মাধ্যমে আমাদের খাবার পানীয়, সরবরাহ করবো। আর তোমাদের কাছেও আসব না। আরেক দল বললো, আমরা যমীনে অবাধে বিচরণ করবো। আর বন্য প্রাণীর মতো পানাহর করবো, যদি তোমরা আমাদেরকে আয়ত্তে পাও তাহলে আমাদেরকে হত্যা করিও। আরেক দল বললো, আমাদের জন্য মুরুভুমিতে ঘর বানিয়ে দাও। আমরা কুপ খনন করে চাষাবাদ করে, জীবিকা উপার্জন করবো। তোমাদের কাছও আসবোনা এবং তোমাদের কাছেও ভিড়বো না। আর গোত্রের মধ্যে এমন কেউ ছিলনা, যাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু তাদের মাঝে ছিলো না। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন এভাবেই তারা করতে লাগলো, এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها}

'আর এই বৈরাগ্যবাদ যা তারা নিজেরাই আবিস্কার করেছে। তারা শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিজেদের ওপর

অপরিহার্য করেছিল, কিন্তু তারা এর যথাযত।' আর অন্যরা বললো, আমরা এবাদত করবো যেভাবে অমুক ব্যক্তি করে। যমীনে বিচরণ করবো যেভাবে অমুক ব্যক্তি করে। ঘর বাড়ি গ্রহণ করবো যেভাবে অমুক ব্যক্তি করেছে। তারা তাদের শিরক এর উপর বহাল ছিলো। কেননা যাদের তারা অনুসরণ করতো, তাদের ঈমান সম্পর্কে কোনো খবরই ছিল না। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে থেকে অল্প কিছু লোক অবশিষ্ট ছিলো। তখন মানুষ তার গির্জা থেকে, কেউ আবার যমীনে ভ্রমণ কারী তার স্থান থেকে এবং ঘৃহকর্তা তার ঘৃহ থেকে বেড়িয়ে এলো এবং তার প্রতি ঈমান এনে তাকে সত্যায়িত করলো। আল্লাহ তাআলা বলেন, { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته } হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তাহলে তোমাদেরকে তিনি তার রহমত থেকে দুটি অংশ দান করবেন। অর্থাৎ দুটি প্রতিদান দিবেন। একটি হযরত ঈসা আ. ও তাওরাত ঈঞ্জিলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে, অপরটি হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সত্যায়নের কারণে। তিনি বলেন, তিনি তোমাদের জন্য এমন নূর তৈরী কছেন যাতে তোমারা চলো।

এই হাদিস থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম

আমরা এই হাসিথে জানতে পারলাম খ্রিস্টানরা তাওরাত ইঞ্জিল পরিবর্তন করেছে। কিন্তু বর্তমান খ্রিস্টানরা বুঝাতে চায় বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিল তথা বাইবেল আল্লাহর কালাম।

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়; বরং বিকৃত ও মানবরচিত গ্রন্থ, কুরআনে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া

যায়। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করলাম।

১ নং প্রমাণঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (৭৯).

অতএব, তাদের জন্য আফসোস। যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্যে।"[৪৩]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত কুরআনের বিবরণী থেকে বুঝতে পেরেছেন তারা কীভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন করেছে। এখনও পোপ বা ফাদারগণ টাকার বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করিয়ে দেন। কোনো খ্রিস্টান যদি বড় ধরনের পাপকর্ম করে, তারা পোপের কাছে টাকা দিয়ে পাপ মার্জনা করিয়ে আনে। আয়াতের দ্বিতীয় অংশ তাদের বাস্তব কর্মের সাথে মিলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদের জন্য আক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল খ্রিস্টান ও অমুসলিম ভাই-বোনকে তাঁর কথাগুলো অনুধাবন করার তৌফিক দিন এবং হেদায়াত দান করুন। আমিন।

২নং প্রমাণঃ

৪৩. সূরা বাকারা ৭৮-৭৯ ,

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। এগুলোর পূর্বের কিতাবে যা কিছু ছিল সেগুলোও তারা পরিবর্তন করেছে। দেখুন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ.**

"হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফুরিতে পতিত হয়, যারা মুখে বলে: 'আমরা মুসলমান' অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদি, মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর বৃত্তি করা, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে।"[৪৪]

এই আয়াতের প্রথম অংশের সম্বোধনটি মিলে যায় বর্তমান কিছু খ্রিস্টানদের সাথে। তারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করতে চায়। নিজেদেরকে 'ঈসায়ী মুসলিম' বলে। কোথাও আবার 'আহলুল কুরআন' বলে পরিচয় দেয়। মূলত, এরা খ্রিস্টান। মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্যই এসব নাম ব্যবহার করে থাকে। তারা মুসলমানদেরকে 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' নামক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ দেয়। গ্রন্থটি মূলত বাইবেল। মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য বাইবেলে যোগ করেছে ইসলামী পরিভাষা।

৪৪. সুরা মায়েদা-৪১

বাদ দিয়েছে হিন্দুদের পরিভাষা। যেমন যীশুর স্থানে হযরত 'ঈসা', নতুন নিয়মের স্থানে ইঞ্জিল শরীফ ইত্যাদি।

হে আল্লাহ তা'আলা! তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। মুসলমানদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করুন। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন- "তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে।" যেমন, বাইবেল পরিবর্তন করে বানিয়েছে কিতাবুল মুকাদ্দাস। এমন বহু প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। বইটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

৩নং প্রমাণঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

" হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। **কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে**, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে এসেছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।"[৪৫]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। কুরআনে এসেছে- এ গ্রন্থকে খ্রিস্টানদের মানা উচিত। এটি একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।

[৪৫]. সূরা মায়েদা-১৫

পবিত্র কুরআনের বাণী দ্বারা পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারলাম, ইহুদি-খ্রিস্টানগণ তাদের গ্রন্থের কিছু অংশ গোপন করেছে, নিজ হাতে লিখে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর বলছে, এইগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তা'আলার বাণী। এছাড়া, আরও বহু প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান। এখানে, কয়েকটি উল্লেখ করলাম। [৪৬]

সুতরাং, উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, বর্তমান প্রচলিত ইঞ্জিল যদি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল হতো, তাহলে কখনো সেই গ্রন্থে তাঁতে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পরবর্তী ঘটনা থাকতো না। তাওরাত-ইঞ্জিল যদি আল্লাহ তা'আলার বাণী-ই হতো, তবে এই বইবেলে কোনো প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য বা অশ্লীল কথা থাকতো না। অথচ, তাতে রয়েছে হাজারো ভুল ও বৈপরিত। বহু ইহুদি-খ্রিস্টান-গবেষক তাদের গ্রন্থের উপর গবেষণা করে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে-এই গ্রন্থ নবীগণের অনেক পরবর্তী যুগের কোনো ব্যক্তিবর্গের রচিত। ফলে, এতে রয়েছে ব্যাপক ভুল-ভ্রান্তি ও বৈপরিত্য। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে কিছু বাইবেল তথা প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিলের ভুল-ভ্রান্তি ও বৈপরিত্য পেশ করছি।

বাইবেলে ভুল

১. কেরী বাইবেলের ভূমিকায় লেখা আছে, "এই কিতাব বহুবার সংশোধিত করা হয়েছে। দুই বাংলার বাইবেল সোসাইটির

[৪৬]. আরো দেখুন সূরা বাকারা -৭৫ সূরা ঈসা-৪৬ নং আয়াতে।

নীতি নির্ধারকগণ মনে করেন, আরো কয়েকবার সংস্কার করার প্রয়োজন আছে।”[৪৭]

প্রিয় পাঠক! বলুন তো আল্লাহর কালামের কি সংস্করণ হতে পারে? না হতে পারে না। আর বাইবেলে বহু বার সংস্করণ হয়েছে। ভুল সংশোধন করেছে, তাহলে এটা আবার আল্লাহর কালাম হয় কীভাবে? আর ভুল না থাকলে সংশোধনের প্রয়োজন কেন? এর দ্বারা বুঝা যায়, এর মধ্যে কী পরিমাণ ভুল রয়েছে। আর এই ভুলে ভরা কিতাবে কী ভাবে হেদায়াত ও নূর থাকতে পারে?

২. সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারান্দার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল

২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ বা আল-মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: সলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা হয়েছে: “আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও একশত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।”

“১২০ হাত উচ্চ” কথাটি নিখাদ ভুল। ১ রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হস্ত। তাহলে বারান্দা কীভাবে ১২০ হাত উঁচু হবে?

৪৭. কেরী বাইবেলের ভূমিকা

আদম ক্লার্ক তার ভাষ্যগ্রন্থে ২বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ভুল স্বীকার করেছেন। এজন্য সিরীয় (সুরিয়ানী) ভাষায় ও আরবি ভাষায় অনুবাদে অনুবাদকগণ ১২০ সংখ্যাকে বিকৃত করেছেন। তারা “এক শত” কথাটি ফেলে দিয়ে বলেছেন: “বিশ হাত উচ্চ।”

১৮৪৪ সালের আরবি অনুবাদে মূল হিব্রু বাইবেলের এ ভুল “সংশোধন”(!) করে লেখা হয়েছে: “আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।”[৪৮]

৩. অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় ভুল।

২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে ৩ ও ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে:“(৩) অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধাবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন এবং যারবিয়াম আট লক্ষ বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন।...(১৭) আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুত ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল।”

উপরের শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ভুল। বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ তা স্বীকার করেছেন। যে যুগের ছোট্ট দুটি ‘গোত্র রাজ্য’ যিহূদা ও ইস্রায়েলের জন্য উপরের সংখ্যাগুলি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ কারণে ল্যাটিন অনুবাদের অধিকাংশ কপিতে

৪৮. সংক্ষিপ্ত ইজহারুল হক-৬০

'লক্ষ'-কে হাজার নামিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম স্থানে 'চারি লক্ষ' পাল্টিয়ে 'চল্লিশ হাজার', দ্বিতীয় স্থানে 'আট লক্ষ' পাল্টিয়ে 'আশি হাজার' ও তৃতীয় স্থানে 'পাঁচ লক্ষ' পল্টিয়ে 'পঞ্চাশ হাজার' করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। হর্ন ও আদম ক্লার্ক এ "সংশোধন"(!) সমর্থন করেছেন। আদম ক্লার্ক অনেক স্থানেই বারংবার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

৪. ফল ভোজন ও মানুষের আয়ু বিষয়ক ভুল

আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করিবে না; কারণ সেও তো বংশমাত্র; পরন্তু তার সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"

"মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হবে" -এই কথাটি ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী যুগের মানুষের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১-৩১ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আদম ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনুরূপ শিস (শথ) ৯১২ বৎসর, ইনোশ ৯০৩ বৎসর, কৈনন ৯১০ বৎসর, মহললেল ৮৯৫ বৎসর, যেরদ ৯৬২ বৎসর, হানোক (ইদরীস আ.) ৩৬৫ বৎসর, মথূশেলহ ৯৬৯ বৎসর, লেমন ৭৭৭ বৎসর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। নোহ (নূহ) ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেম (সাম)

৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অর্ফক্ষদ ৩৩৮বৎসর আয়ু লাভ করেন। এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ বরেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বৎসর আয়ু পাবার ঘটনাও কম ঘটে। এভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর বলে নির্ধারণ করা ভুল।

৫. যিশুর বংশতালিকায় পুরুষ গণনায় ভুল

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "এইরূপে আব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রিস্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।"

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে এবং যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ। এ কথাটি সুস্পষ্ট ভুল। মথির ১:১-১৭ ও বংশ তালিকায় যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম অংশ: ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দায়ূদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, দ্বিতীয় অংশ সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে যিকনিয় পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, তৃতীয় অংশ শল্টীয়েল থেকে এবং যীশু পর্যন্ত মাত্র ১৩ পুরুষ রয়েছেন।

তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকে বোরফেরী এই বিষয়টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু এর কোনো সঠিক সমাধান কেউ দিতে পারেন নি।

৬. মিসর পরিত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুলঃ

গণনা পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪-৪৭ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "(৪৪) এই সকল লোক মোশি ও হারোণ... কর্তৃক গণিত হইল। (৪৫) স্ব-স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য (৪৬) সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। (৪৭) আলেবীয়ের আপন পিতৃবংশানুসারে তাহদিগের মধ্যে গণিত হইল না।"

এ শ্লোকগুলি থকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিশর ত্যাগ করে তখন তাদের ২০ বৎসরের অধিক বয়সের যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের অধিক (৬,০৩,৫৫০)। লেবীর বংশের সকল নারী, লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

চার শ্রেণীর মানুষ এই গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছেঃ ১. লেবীয় বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০

বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

তাহলে যদি এই চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিশর ত্যাগকালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ। আর এই তথ্য কোনোমতেই সঠিক হতে পারে না। কারণঃ

প্রথমতঃ আদিপুস্তক ৪৬:২৭, যাত্রাপুস্তক ১:৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১০:২২-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

দ্বিতীয়তঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিশরে অবস্থান করেছিলেন সর্বমোট ২১৫ বৎসর। এর বেশি তারা অবস্থান করেন নি।

তৃতীয়তঃ যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মিশর ত্যাগের ৮০ বৎসর পূর্ব থেকে তাদের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হতো।

এ তিনটি বিষয়ের আলোকে যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিশ্চিত হবেন যে, মিশর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল সন্তানদের যে সংখ্যা (৬,০৩,৫৫০) উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভুল।

আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টি একেবারে বাদ দেই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিশরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেতো যে, প্রতি ২৫ বৎসরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বৎসরে ৭০ থেকে ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার)-ও হতে পারে না। তাহলে সর্বমোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ হওয়া লেবীয়গণ বাদে মোট পুরুষ যোদ্ধার সংখ্যা ছয় লক্ষ হওয়া কীভাবে সম্ভব! এর সাথে যদি শেষ ৮০ বছরের পুরুষ হত্যার বিষয় যোগ করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন(৮০৮হি/১৪০৫খৃ) তার ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় বাইবেলে উল্লিখিত এ সংখ্যা অবাস্তব বলে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ মূসা ও ইস্রায়েল (ইয়াকূব)-এর মধ্যে মাত্র তিনটি বা চারটি প্রজন্ম। যাত্রাপুস্তক ৬:১৬-২০, গণনাপুস্তক ৩:১৭-১৯ ও ১ বংশাবলী ৬:১৮-এর বর্ণনা অনুসারে: মোশির পিতা অম্রাম (ইমরান), তার পিতা কহৎ, তার পিতা লেবি, তার পিতা যাকোব। যাকোব ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। আর মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক কখনোই মানতে পারে না যে, মাত্র চার পুরুষে ৭০ জনের বংশধর ২০-২৫ লক্ষ হতে পারে।

৭. ইস্রায়েল সন্তানদের মিশরে অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য:

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ইস্রায়েল-সন্তানের চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিশরে প্রবেস করিয়াছিল।'

তথ্যটি ভুল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪৩০ বৎসর নয় ২১৫ বৎসরকাল মিশরে অবস্থান করেছিল। তবে কেনান দেশে ও মিশরে উভয় স্থানে ইস্রায়েল সন্তানগণের পূর্বপুরুষ ও তাদের মোট অবস্থানকাল ছিল ৪৩০ বৎসর। কারণ ইব্রাহীম আ.-এর কেনান দেশে প্রবেশ থেকে তাঁর পুত্র ইসহাক আ.-এর জন্ম পর্যন্ত ২৫ বৎসর। ইসহাকের জন্ম থেকে ইয়াকুব আ. বা ইস্রায়েল-এর জন্ম পর্যন্ত ৬০ বৎসর। ইয়াকুব আ.-এর অপর নাম বা প্রসিদ্ধ উপাধি 'ইস্রায়েল' এবং তার বংশধররাই বনী ইসরাঈল বা ইস্রায়েল সন্তানগণ বলে পরিচিত।

ইয়াকুব বা ইস্রায়েল আ. যখন তাঁর বংশধরদের নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩০ বৎসর। এভাবে আমরা দেখছি যে, ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশরে প্রবেশ থেকে তাঁর পৌত্র ইয়াকুব আ. মিশরে প্রবেশ পর্যন্ত সময়কাল (২৫+৬০+১৩০=) ২১৫বৎসর।

ইস্রায়েল আ.-এর মিশরে প্রবেশ থেকে মূসা আ.-এর সাথে তাঁর বংশধরদের মিশর ত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল ২১৫ বৎসর। এভাবে কেনানে ও মিশরে তাদের মোট অবস্থানকাল (২১৫+২১৫=) ৪৩০ বৎসর।

ইহুদী-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, হিব্রু বাইবেলের এ তথ্যটি ভুল। তারা বলেন: শমরীয় তাওরাতে এখানে উভয় স্থানের অবস্থান একত্রে বলা হয়েছে এবং এখানে শমরীয় তাওরাতের বক্তব্যই সঠিক।

শমরীয় তাওরাত বা তাওরাতের শমরীয় সংস্করণ অনুসারে যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ পদটি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল সন্তানগণেরা ও তাদের পিতৃগণ কেনান দেশে ও মিশরে চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিল।"

এখানে গ্রীক তাওরাত বা তাওরাতের গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য নিম্নরূপ: "কেনান দেশে ও মিশরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও তাদের পিতা-পিতামহগণের মোট অবস্থানকাল চার শত ত্রিশ বৎসর।"

খ্রিস্টান গবেষক ও পণ্ডিতগণের নিকট নির্ভরযোগ্য পুস্তক 'মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন' (মহামূল্য পবিত্র বাইবেলের ছাত্রগণের পথ নির্দেশক) নামক গ্রন্থে এভাবেই ইস্রায়েল সন্তানগণের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াকূব আ.-এর মিশরে আগমন থেকে ঈসা আ.-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৭০৬ বৎসর। আর ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল ১৪৯১ বৎসর। ১৭০৬ থেকে ১৪০৯ বাদ দিলে ২১৫ বৎসর থাকে। এটিই হলো ইয়াকূব আ.-এর মিশর আগমন থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়।

এখানে অন্য একটি বিষয় এ সময়কাল নিশ্চিত করে। মূসা আ. ছিলেন ইয়াকূব আ.-এর অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইয়াকূবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তার পুত্র অম্রাম (ইমরান), তার পুত্র মূসা আ.। এতে বুঝা যায় যে, মিশরে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থান ২১৫ বৎসরের বেশি হওয়া অসম্ভব। আর ইহুদী-খ্রিস্টান ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাকার ও গবেষকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইস্রায়েলীয়গণ ২১৫ বৎসর মিশরে অবস্থান করেন। তাদের মিশরে ৪৩০ বৎসর অবস্থানের যে তথ্য বাইবেলের হিব্রু সংস্করণে দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে তারা একমত হয়েছেন। এজন্য আদম ক্লার্ক বলেন, "সকলেই একমত যে, হিব্রু সংস্করণে যা বলা হয়েছে তার অর্থ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল।

৮. ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায় ভুল:

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৫০) পরে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মসমর্পণ করিলেন। (৫১) আর দেখ, মন্দিরের তিরস্কারিনী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, (৫২) এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; (৫৩) এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহার কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।"

মন্দিরের তিরস্কারিনী (পর্দা) বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্কের ১৫:৩৮ ও লূকের ২৩:৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি

বিষয়গুলি, অর্থাৎ পাথরগুলি ফেটে যাওয়া, কবরগুলি খুলে যাওয়া, মৃত লাশগুলির বেরিয়ে আসা, যেরুজালেমে প্রবেশ করা, তথাকার অধিবাসীদের সাথে মৃত লাশগুলির দেখা-সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেন নি। মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক এ ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এর পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেননি। তারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই; কারণ মানুষ সব কিছু ভুললেও এরূপ অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো ভুলতে পারে না। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। এ কথা কীভাবে কল্পনা করা যায় যে সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউ এ অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না?

এ কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার পুস্তকে এ কাহিনীটিকে মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এ কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যেরুজালেমের ধ্বংসের পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্প-কাহিনী ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথি লিখিত সুসামাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই

কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।

পণ্ডিত নর্টনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যেহেতু মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক ছিলেন 'রাতের আঁধারে কাঠ-সংগ্রহকারীর মত' বিবেচনাহীন। শুকনো ও ভেজার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন। এইরূপ একজনের অনুবাদ ও সম্পাদনার উপরে কি নির্ভর করা যায়? কখনোই না।

খ্রিস্টানদের দাবি হল যেই কিতাবে কোনো ভুল নেই, সেটা হলো ইঞ্জিল। আর এতোগুলো ভুল ধরা পড়লো! এতে বুঝা গেল এই ভুলে ভরা গ্রন্থটি আল্লাহ তা'আলার কালাম নয় বা আসমানী কিতাবও নয়। এটা প্রকৃত ইঞ্জিল হতেই পারে না। তাহলে এটা কি? অবশ্যই মানবরচিত একটি গ্রন্থ। আমরা বুঝি বা জানি কোনো জমির মালিকানা দাবি করতে হলে তার কাছে সেই জমির দলিল থাকতে হয়, দলিলে কোনো ধরনের ভুল ধরা পড়লে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হয় না। তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। তদ্রুপ ধর্মের যে কোনো ধরনের দলিল হল তার ধর্মীয় গ্রন্থ। সেই ধর্মীয় গ্রন্থটি যদি ভুল হয় তাহলে সেই ধর্মটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে। জমিনের দলিল ভুল থাকার কারণে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হয় না, বাতিল হয়ে যায়। তেমনি বাইবেলে ভুল থাকার কারণে এই গ্রন্থটি বাতিল। যারা এই গ্রন্থ মানে বা

বিশ্বাস করে তাদের ধর্মও বাতিল। মোটকথা, খ্রিস্টধর্ম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য একটি ধর্ম।

এবার কিছু বৈপরিত্য পেশ করছি। দেখুন বাইবেল তথা প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল কী বলে।

বাইবেলে স্ববিরোধ

বাইবেলে অগণিত বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে ভরা। এখানে বহু বৈপরিত্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করলাম।

১. বিন্যামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য

১ বংশাবলির (বংশাবলি ১ম খণ্ড) ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।"

পক্ষান্তরে, ১বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১শ্লোকে বলা হয়েছে: বিন্যামীনের জেষ্ঠ্য পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।"

কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্‌পীম, হুপ্‌পীম ও অর্দ।"

তাহলে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিন জন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ৫ জন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটি উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা ১০জন। নামগুলি আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলির সাথে প্রথম শ্লোকের সাথে দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দু'জনের নামের মিল আছে। আর তিনটি শ্লোকের মিল আছে একমাত্র 'বেলা' নামটি উল্লেখের ক্ষেত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় একই পুস্তকের। উভয় পুস্তকের লেখক ইয্রা ভাববাদী। এভাবে একই লেখকের লেখা একই পুস্তকের দু'টি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হলো। আবার তাওরাতের আদিপুস্তকের বক্তব্যের সাথে ইয্রার দু'টি বক্তব্যেও বৈপরীত্য প্রমাণিত হলো। স্পষ্ট পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ইহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ইয্রাই ভুল করেছেন। এ ভুলের কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, ইয্রা পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি এবং যে বংশতালিকা দেখে তিনি বংশাবলির এই তালিকা লিখেছেন সেই মূল বংশতালিকাটি ছিল অসম্পূর্ণ।

২. ইস্রায়েল ও যিহুদা রাজ্যের সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য

শামূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকটি নিম্নরূপ:"পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।"

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: "আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্রগধারী লোক ছিল।"

তাহলে প্রথম বর্ণনামতে ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮,০০,০০০ এবং যিহূদার ৫,০০,০০০। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা: ১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যার বর্ণনায় ৩ লক্ষ্য কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বস্তুত বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে এবং এ বিষয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অবান্তর। বিকৃতি মেনে নেওয়াই উত্তম; কারণ তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং বাইবেলের বর্ণনাকারী ও লিপিকারগণ ইলহাম-প্রাপ্ত বা ঐশী প্রেরণাপ্রাপ্ত ছিলেন না।

৩. অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্যঃ

রাজাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: "অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।" বরং ২ বাংশাবলীর ২২:২ এ আছে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজ্যগ্রহণ করেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য!

দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল; কারণ, ২ বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক এবং ২২ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন! আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

৪. সুলাইমান আ.-এর অশ্বশালার সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্বঃ

১ রজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "শলোমনের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

এর বিপরীতে ২ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকটিতে আছে: "শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

এখানে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম শ্লোকে দ্বিতীয় শ্লোকের চেয়ে ৩৬,০০০ বেশি অশ্বশালার কথা বলা হয়েছে।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক বলেন, "সংখ্যাটির উল্লেখের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।"

৫. যীশুর আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য?

মথি ৫/৯ঃ "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

লূক ৯:৫৬ঃ "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আসেন নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"

মথি ১০:৩৪ঃ " মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।

লূক ১২:৪৯ ও ৫১ঃ "(৪৯) আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি?...(৫১) তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি।"

উপরের বক্তব্যগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম দুটি বক্তব্যে, ঐক্য ও মিলন সৃষ্টিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং যে যীশু নিজেও ধ্বংস নয়, বরং রক্ষা করতে আগমন করেন। কিন্তু শেষ দুটি বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে- তিনি খড়্গ, হানাহানি, ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আপনাদের বাইবেল অনুসারে তিনি মুক্তি, শান্তি, মিলন ও রক্ষার জন্য আগমন করেননি; কাজেই যাদেরকে ধন্য বলা হবে এবং ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

এখানে অল্প কয়েকটি বৈপরীত্য উল্লেখ করা হল এধরনের স্ববিরোধে ভরা যেই গ্রন্থে থাকে সেটা আবার আল্লাহ তা'আলারকালাম হয় কীভাবে? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়।

এবং ইসা আ: মুক্তিদাতা নয় বরং মুক্তিদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান ভাইদেকে সঠিক বুঝ দান করুন। হেদায়াত দান করুন। ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

৩৬. খ্রিস্টানগণ কি পড়ে তারা নিজেরাও জানে না

عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا ، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى ، يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ ، وَالإِنْجِيلَ لاَ يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا ؟.[49]

অর্থ. যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু ভয়াবহ বিষয়ের আলোচনা করলেন, এরপর বললেন এগুলো ঘটবে যখন ইলম উঠে যাবে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কোরআন মাজিদ পড়ছি, আমাদের সন্তানদের পড়াচ্ছি, তারা তাদের সন্তানদের পড়াবে এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাহলে ইলম কিভাবে উঠে যাবে? নরী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভৎসনা করে বললেন: যিয়াদ তোমার ধ্বংস হোক! আমি তো তোমাকে মদীনার একজন অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিই মনে করতাম, এই যে, ইহুদী নাসরা সম্প্রদায় তারা কি তাওরাত ইঞ্জিল পড়ে না? পড়ে, কিন্তু তাতে যা আছে তার কিছুর উপরই তারা আমল করে না।

[49] ইবনে মাজা- ২/১৩৪৪

৩৭. কেয়ামতের দিন দা'য়ীর সম্মান

(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَقْوَامٍ لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَنَازِلِهِمْ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهَا؟ قَالُوْا: مَنْ هُمْ؟قَالَ: الَّذِيْنَ يُحَبِّبُوْنَ عِبَادَ اللهِ إِلَى اللهِ وَيُحَبِّبُوْنَ اللهَ إِلَى عِبَادِهِ، وَهُمْ يَمْشُوْنَ عَلَى الأَرْضَ نَصَحَاءَ . قَالَ: قُلْنَا :يُحَبِّبُوْنَ اللهِ إِلَى عِبَادَ اللهِ فَكَيْفَ يُحَبِّبُوْنَ عِبَادَاللهِ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : يَأْمُرُوْنَهُمْ بِحُبِّ اللهِ وَيَنْهَوْنَهُمْ. يَعْنِي:عَمَّا كَرِهَ اللهُ فَإِذَا أَطَاعُوْهُمْ أَحَبَّهُمْ اللهُ.

অর্থ. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদিগকে এমন লোকদের কথা বলব কি যারা নবী অথবা শহীদ না। অথচ কিয়মতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য নির্ধারিত নূরের মিম্বারে উপবিষ্ট দেখে ও তাহাদের পরিচয় লাভ করে নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করতে থাকবে।

সাহাবায়ে কেরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ সমস্ত লোক কারা? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানানোর মেহনত করতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলাকে তাঁর বান্দাদের নিকট প্রিয় বানানোর চেষ্টা করতে থাকে। আর কল্যাণ কামনায় জমিনের বুকে চলা-ফেরা করে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন: আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের নিকট প্রিয় বানাবার

বিষয়টি তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নিকট কীভাবে প্রিয় বানাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (তার পদ্ধতি হলো) তাদেরকে আল্লাহর পচ্ছন্দনীয় কাজের আদেশ করবে এবং আল্লাহর অপচ্ছনীয় কাজ হতে বিরত রাখবে। সুতরাং যখন তাহারা আল্লহর হুকুমকে মেনে চলবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবসবেন।

.দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি

(1) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنْ أَقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا. فَقَالَ : يَارَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ . قَالَ : فَقَالَ: أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ . فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطُّ.

অর্থ. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আ. কে হুকুম দিলেন যে: অমুক শহরকে তার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। হযরত জিবরাঈল আ. আরজ করলেন: হে আমার রব! সেই শহরে আপনার অমুক বান্দাও রয়েছে, যে ক্ষনিকের জন্যও আপনার নাফারমানি করে নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আ. কে বললেন তুমি সেই শহরকে ঐ ব্যক্তি সহ সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টিয়ে দাও। কেননা শহরবাসীকে আমার হুকুম অমান্য করতে দেখেও

একমুহুর্তের জন্যও ওই ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তন হয় নি।[৫০]

৪০. আমল না থাকলেও দাওয়াত দেয়া

(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ، وَلَا نَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلُّهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهُ، وَانْهَوا عَنْ الْمُنْكَرِ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ.

অর্থ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন: আমরা আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সৎ কাজ নিজেরা পুরাপুরি পালন না করা পর্যন্ত সৎ কাজের আদেশ করবো না এবং অন্যায় কাজ হতে নিজেরা পুরাপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবো না?
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন: এইরুপ নহে, বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে যদিও তোমরা সকল প্রকার সৎ কাজের পাবন্দী না করতে পার এবং মন্দকাজে অন্যদেরকে বাধা প্রদান করবে যদিও নিজেরা মন্দকাজ হতে পুরাপুরি বাঁচতে না পার।[৫১]

[50] মেশকাত- ৫১৫২

[51] المعجم الصغير لطبرانى (981) . المعجم الاوسط- 6628

৩৮. যে ব্যক্তি মুসলমান হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ بَشِّرِ النَّاسَ ، أَوْ قَالَ : أَنْذِرِ النَّاسَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত তিনি হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মুআজ! আমি বললাম উপস্থিত হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মানুষকে একথার সুসংবাদ দাও অথবা বলেছেন- মানুষকে ভয় প্রদর্শন কর ‘ যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫২]

৩৯

[52] মুসনাদে আহমদ-২২০৮৩, তাবারানী- ২০/৮২